সূরা ইউনুছ

010-001.mp3
010-002.mp3
010-003.mp3

০১. আলিফ্-লাম-রা। এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

০২. এটা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যে, তুমি মানুষকে সতর্ক করো এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো যে, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। কাফিররা বলে, 'এ তো স্পষ্ট যাদুকর'।

০৩. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

০৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটান। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার জন্য। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় এবং বেদনাদায়ক আযাব। এ কারণে যে তারা কুফরী করতো।

০৫. তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

০৬. নিশ্চয় রাত ও দিবসের বিবর্তনে এবং আসমানসমূহ ও যমীনে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

০৭. নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে। আর যারা আমার নিদর্শনাবলি হতে গাফেল–

০৮. তারা যা উপার্জন করতো, তার কারণে আগুনই হবে তাদের ঠিকানা।

০৯. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের রব ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন, আরামদায়ক জান্নাতসমূহে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

১০. সেখানে তাদের কথা হবে, 'হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র মহান' এবং তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম'। আর তাদের শেষ কথা হবে যে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টির রব'।

১১. আর আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ (প্রার্থনায় সাড়া দিতে) তাড়াতাড়ি করতেন যেভাবে তিনি তাদের কল্যাণ (প্রার্থনায় সাড়া দিতে) তাড়াতাড়ি করেন, তাহলে অবশ্যই তাদের সময় ফুরিয়ে যেতো। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরতে ছেড়ে দিই।

১২. আর যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে মনে হয় যেন তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে ডাকেনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তারা যা আমল করত তা শোভিত করে দেয়া হয়েছে।

১৩. আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুলুম করেছে। আর তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী কওমকে শাস্তি প্রদান করি।

১৪. তারপর আমি তোমাদেরকে যমীনে তাদের পরে স্থলাভিষিক্ত করেছি, যাতে আমি দেখি তোমরা কেমন আমল করো।

১৫. আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন, যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, তারা বলে, 'এটি ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে এসো অথবা একে বদলাও'। বলো, 'আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোনো পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমিতো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি মহা দিনের আযাবের'।

১৬. বলো, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, আমি তোমাদের উপর তা পাঠ করতাম না। আর তিনি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না। কেননা, ইতোপূর্বে আমি তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি। তবে কি তোমরা বুঝ না'?

১৭. অতএব যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে বড় যালিম কে ? নিশ্চয় অপরাধীরা সফল হবে না।

১৮. আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন'? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

১৯. আর মানুষ তো এক উম্মতই ছিল। পরে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ল। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে বাণী বিগত না হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেতো, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করে।

২০. আর তারা বলে, 'তাঁর রবের পক্ষ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন নাযিল করা হয় না'? বল, 'গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রয়েছি'।

২১. আর যখন আমি মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়। বলো, 'আল্লাহ কৌশলকারী হিসেবে অধিক দ্রুত'। নিশ্চয় আমার ফেরেশতারা তোমাদের কুট-কৌশল লিখে রাখে।

২২. তিনিই তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌকায় থাক, আর তা তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকে অনুকূল হাওয়ায় এবং তারা তা নিয়ে আনন্দিত হয়, (এ সময়) তাকে পেয়ে বসে ঝড়ো হাওয়া, আর চারদিক থেকে ধেয়ে আসে তরঙ্গ এবং তাদের নিশ্চিত ধারণা হয় যে, তাদেরকে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে তাঁর জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, 'যদি আপনি এ থেকে আমাদেরকে নাজাত দেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব'।

২৩. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে নাজাত দেন, তখন তারা অন্যায়ভাবে যমীনে সীমালঙ্ঘন করে। হে মানুষ, তোমাদের সীমালঙ্ঘন তোমাদের বিরুদ্ধেই, এসব কিছু দুনিয়ার ভোগ। অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাব।

২৪. নিশ্চয় দুনিয়ার জীবনের তুলনা তো পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি, অতঃপর তার সাথে যমীনের উদ্ভিদের মিশ্রণ ঘটে, যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু ভোগ করে। অবশেষে যখন যমীন শোভিত ও সজ্জিত হয় এবং তার অধিবাসীরা মনে করে যমীনে উৎপন্ন ফসল করায়ত্ব করতে তারা সক্ষম, তখন তাতে রাতে কিংবা দিনে আমার আদেশ চলে আসে। অতঃপর আমি সেগুলোকে বানিয়ে দেই কর্তিত ফসল, মনে হয় গতকালও এখানে কিছু ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।

২৫. আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন সরল পথের দিকে।

২৬. যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি। আর ধূলোমলিনতা ও লাঞ্ছনা তাদের চেহারাগুলোকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতবাসী। তারা তাতে স্থায়ী হবে।

২৭. আর যারা মন্দ উপার্জন করবে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ; আর লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের কোনো রক্ষাকারী নেই। যেনো অন্ধকার রাতের এক অংশ দিয়ে তাদের চেহারাগুলো ঢেকে দেয়া হয়েছে। তারাই আগুনের অধিবাসী, তারা তাতে স্থায়ী হবে।

২৮. আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর যারা শির্‌ক করেছে, তাদেরকে বলবো, 'থাম, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা'। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাব। আর তাদের শরীকরা' বলবে, 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না'।

২৯. 'সুতরাং আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয় তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে গাফেল ছিলাম'।

৩০. এখানে প্রত্যেকে ইতোপূর্বে যা করেছে, সে সম্পর্কে জানতে পারবে। আর তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যা মিথ্যা রটাতো তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।

৩১. বলো, 'আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন'? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। সুতরাং, তুমি বলো, 'তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না'?

৩২. অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কিভাবে তোমাদেরকে ঘুরানো হচ্ছে?

৩৩. এমনিভাবে তোমার রবের বাণী সত্য বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাদের উপর, যারা অবাধ্য হয়েছে, যে তারা ঈমান আনবে না।

৩৪. বলো, 'তোমাদের শরীকদের কেউ কি আছে, যে প্রথম সৃষ্টি করবে, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে'? বলো, 'আল্লাহই প্রথম সৃষ্টি করেন অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটান'। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?

৩৫. বলো, 'তোমাদের শরীকদের কেউ কি আছে, যে সত্যের পথ দেখাবে'? বলো, 'আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। যিনি সত্যের পথ দেখান, তিনিই কি অনুসরণ করার অধিক হকদার, নাকি সে, যে পথ দেখানো ছাড়া পথ পায় না। সুতরাং তোমাদের কী হলো? তোমরা কেমন বিচার করছো'।

৩৬. আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে ধারণা কোনো কার্যকারিতা রাখে না । নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৩৭. এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা তার সামনে রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে।

৩৮. নাকি তারা বলে, 'সে তা বানিয়েছে'? বল, 'তবে তোমরা তার মতো একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

৩৯. বরং তারা যে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি, তা তারা অস্বীকার করেছে এবং এখনও তার পরিণতি তাদের কাছে আসেনি। এভাবেই তারা অস্বীকার করেছিল, যারা ছিল তাদের পূর্বে। সুতরাং তুমি লক্ষ্য করো, কেমন ছিলো যালিমদের পরিণাম।

৪০. আর তাদের মধ্যে কেউ এর প্রতি ঈমান আনে এবং কেউ তাতে ঈমান আনে না। আর তোমার রব ফাসাদকারীদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত।

৪১. আর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তুমি বল, 'আমার কর্ম আমার, আর তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমি যা আমল করি তোমরা তা থেকে মুক্ত এবং তোমরা যা আমল কর আমি তা থেকে মুক্ত'।

৪২. আর তাদের মধ্যে কিছু আছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুনে। তবে কি তুমি বধিরকে শোনাবে, তারা না বুঝলেও?

৪৩. আর তাদের মধ্যে কেউ আছে এমন, যে তোমার দিকে তাকায়। তবে কি তুমি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও?

৪৪. নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করেন না; বরং মানুষই নিজদের উপর যুলুম করে।

৪৫. আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন, যেন তারা দিবসের মুহূর্তকালমাত্র অবস্থান করেছে। তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে, আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।

৪৬. আর আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দেই, তবে আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তারা যা করে আল্লাহ তার সাক্ষী।

৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য ছিলো রাসূল। তারপর যখন তাদের রাসূল আসে, তাদের মধ্যে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হয় এবং তাদের যুলুম করা হয় না।

৪৮. আর তারা বলে, 'কখন এই প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হবে), যদি তোমরা সত্যবাদী হও'?

৪৯. বলো, 'আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন'। প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়। যখন এসে যায় তাদের সময়, তখন এক মুহূর্ত পিছাতে পারে না এবং এগোতেও পারে না।

৫০. বলো, 'তোমাদের কি মনে হয় যে, যদি তোমাদের নিকট তাঁর আযাব রাতে কিংবা দিনে এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার কোন্ অংশটি তাড়াতাড়ি চায়'?

৫১. তবে কি যখন তা ঘটবে, তখন তোমরা তাতে ঈমান আনবে? এখন? অথচ তোমরা এর জন্যই তাড়াহুড়া করতে।

৫২. তারপর যারা যুলম করেছে তাদের বলা হবে, স্থায়ী আযাব আস্বাদন করো। তোমরা যা অর্জন করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে।

৫৩. আর তারা তোমার কাছে জানতে চায়, 'তা কি সত্য'? বলো, 'হ্যাঁ, আমার রবের কসম! নিশ্চয় তা সত্য এবং তোমরা পরাস্তকারী নও'।

৫৪. আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি যুলুম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির হয়ে যায়, তবে তা সে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিবে এবং তারা লজ্জা গোপন করবে, যখন তারা আযাব দেখবে। আর তাদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে এবং তাদেরকে যুলুম করা হবে না।

৫৫. জেনে রাখো, নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে, তা আল্লাহরই। জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে।

৫৭. হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

৫৮. বলো, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়'। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম।

৫৯. বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক নাযিল করেছেন, পরে তোমরা তার কিছু বানিয়েছ হারাম ও হালাল'। বলো, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর তোমরা মিথ্যা রটাচ্ছ'?

৬০. আর যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটাচ্ছে, তাদের কী ধারণা, কিয়ামতের দিন (তাদের পরিণতি) সম্পর্কে? নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশ শোকর করে না।

৬১. আর তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেনো আর যা কিছু তিলাওয়াত করো না কেনো আল্লাহর পক্ষ হতে কুরআন থেকে এবং তোমরা যে আমলই করো না কেনো, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে নিমগ্ন হও। তোমার রব থেকে গোপন থাকে না যমীনের বা আসমানের অণু পরিমাণ কিছুই এবং তা থেকে ছোট বা বড়, তবে (এর সব কিছুই) রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

৬২. শুনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না।

৬৩. যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো।

৬৪. তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহা সফলতা।

৬৫. আর তাদের কথা যেনো তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয় সকল মর্যাদা আল্লাহর। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

৬৬. জেনে রাখো, নিশ্চয় আসমানসমূহে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সব আল্লাহরই এবং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা মূলত শরীকদের অনুসরণ করে না, তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে। তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে।

৬৭. তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন, যেনো তোমরা তাতে বিশ্রাম নাও এবং দিনকে করেছেন আলোকময়। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শনাবলি এমন কওমের জন্য যারা শুনে।

৬৮. তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র মহান। তিনি অমুখাপেক্ষী। আসমানসমূহ ও যমীনে যা রয়েছে তা তাঁরই। তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না?

৬৯. বলো, 'নিশ্চয় যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না'।

৭০. (তাদের জন্য) দুনিয়াতে রয়েছে ভোগসামগ্রী। অতঃপর আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তাদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাবো, তারা যে কুফরী করতো তার কারণে ।

৭১. আর তাদেরকে নূহের সংবাদ পড়ে শুনাও, যখন সে তার জাতিকে বললো, 'হে আমার জাতি, আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের কাছে ভারী মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করলাম। সুতরাং তোমরা অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এবং (সাথে নাও) তোমাদের শরীকদের। তারপর তোমাদের বিষয়টি যেন তোমাদের নিকট অস্পষ্ট না থাকে। এরপর আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না'।

৭২. 'অতঃপর তোমরা যদি বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার'।

৭৩. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো। তাই আমি তাকে ও নৌকাতে যারা তার সাথে ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম এবং আমি তাদেরকে করেছি স্থলাভিষিক্ত। আর ডুবিয়ে দিলাম তাদেরকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব দেখো, কেমন ছিল তাদের পরিণতি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

৭৪. অতঃপর আমি তার পরে অনেক রাসূলকে তাদের জাতির নিকট পাঠিয়েছি এবং তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা ইতোপূর্বে অস্বীকার করার কারণে ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরে মোহর এঁটে দেই।

৭৫. অতঃপর তাদের পরে আমি মূসা ও হারূনকে ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা অহংকার করেছে। আর তারা ছিল অপরাধী জাতি।

৭৬. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য এলো, তারা বললো, ‘নিশ্চয় এটি সুস্পষ্ট যাদু’।

৭৭. মূসা বললো, ‘তোমরা কি সত্যকে এ রকম (যাদু) বলছো, যখন তা তোমাদের কাছে এলো? এ কি যাদু? অথচ যাদুকররা সফল হয় না’।

৭৮. তারা বললো, ‘তুমি কি এসেছো আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তা থেকে আমাদেরকে ফেরাতে এবং যেনো যমীনে তোমাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়? আর আমরা তো তোমাদের প্রতি ঈমান আনয়নকারী নই’।

৭৯. এবং ফির‘আউন বললো, ‘তোমরা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরদেরকে আমার কাছে নিয়ে আস’।

৮০. অতঃপর যখন যাদুকররা এলো, মূসা তাদেরকে বললো, ‘তোমরা যা নিক্ষেপ কর’।

৮১. অতঃপর যখন তারা (তাদের রশি ও লাঠি) নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললো, ‘তোমরা যা আনলে, তা যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ তা বাতিল করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের আমল পরিশুদ্ধ করেন না’।

৮২. আর আল্লাহ তাঁর বাণীসমূহের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

৮৩. কিন্তু মূসার প্রতি তার কওমের ক্ষুদ্র একটি দল ছাড়া কেউ ঈমান আনলো না, এ ভয়ে যে, ফিরআউন ও তাদের পরিষদবর্গ তাদেরকে ফিতনায় ফেলবে। আর নিশ্চয় ফির‘আউন ছিল যমীনে প্রতাপশালী এবং নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. আর মূসা বললো, ‘হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো’।

৮৫. তখন তারা বললো, ‘আমরা আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করলাম। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে যালিম জাতির ফিতনার পাত্র বানাবেন না’।

৮৬. ‘আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির জাতি থেকে নাজাত দিন’।

৮৭. আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের কাছে ওহী পাঠালাম যে, ‘তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরে গৃহ তৈরি কর এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কিবলা বানাও আর সালাত কায়েম করো এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও’।

৮৮. আর মূসা বললো, ‘হে আমাদের রব, আপনি ফির‘আউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়াবী জীবনে সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। হে আমাদের রব, যাতে তারা আপনার পথ থেকে গোমরাহ করতে পারে। হে আমাদের রব, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন, তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে’।

৮৯. তিনি বললেন, ‘তোমাদের উভয়ের দো‘আ কবূল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না’।

৯০. আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম। আর ফির‘আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে তাদের পিছু নিল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, তখন বলল, ‘আমি ঈমান এনেছি যে, সে সত্তা ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’।

৯১. ‘এখন অথচ ইতোপূর্বে তুমি নাফরমানী করেছো, আর তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত’।

৯২. ‘সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয় অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গাফেল’।

৯৩. আর অবশ্যই আমি বনী ইসরাঈলকে উত্তম বাসভূমিতে আবাস দিলাম এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দিলাম। অতঃপর তারা মতবিরোধ করেনি, যতক্ষণ না তাদের নিকট জ্ঞান এলো। নিশ্চয় তোমার রব কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে ফয়সালা করবেন যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

৯৪. সুতরাং আমি তোমার নিকট যা নাযিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাকো, তাহলে যারা তোমার পূর্ব থেকেই কিতাব পাঠ করছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। অবশ্যই তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৯৫. আর তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে। তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯৬. নিশ্চয় যাদের উপর তোমার রবের বাণী সত্য হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না;

৯৭. যদিও তাদের নিকট সকল নিদর্শন এসে উপস্থিত হয়, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে।

৯৮. সুতরাং কেনো হলো না এমন এক জনপদ, যে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার উপকারে এসেছে? তবে ইউনুসের কওম ছাড়া যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাব সরিয়ে দিলাম এবং আমি তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম।

৯৯. আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয় ?

১০০.আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনবে এবং যারা বুঝে না তিনি আযাব চাপিয়ে দিবেন তাদের উপর।

১০১. বলো, 'আসমানসমূহ ও যমীনে কী আছে তা তাকিয়ে দেখো। আর নিদর্শনসমূহ ও সতর্ককারীগণ এমন জাতির কাজে আসে না, যারা ঈমান আনে না'।

১০২.তবে কি তারা কেবল তাদের পূর্বে বিগত লোকদের অনুরূপ দিনগুলোরই অপেক্ষা করছে? বলো, 'তবে তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান'।

১০৩.তারপর আমি নাজাত দেই আমার রাসূলদেরকে এবং তাদেরকেও যারা ঈমান এনেছে। এটা আমার দায়িত্ব যে, মুমিনদের নাজাত দেই।

১০৪.বলো, 'হে মানুষ, তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহে থাকো, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার ইবাদাত করি না, বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহর, যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার'।

১০৫.আর (এ নির্দেশ) যে, 'তুমি নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ একনিষ্ঠভাবে এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'।

১০৬.'আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি করো, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০৭.'আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু'।

১০৮.বলো, 'হে মানুষ', তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। সুতরাং যে হিদায়াত গ্রহণ করবে, সে নিজের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে, সে নিজের ক্ষতির জন্য পথভ্রষ্ট হবে। আর আমি তোমাদের অভিভাবক নই।

১০৯.আর তোমার নিকট যে ওহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ কর এবং সবর কর, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন। আর তিনিই উত্তম বিধান প্রদানকারী।

সূরা হূদ

011-001.mp3
011-002.mp3
011-003.mp3

০১. আলিফ-লাম–রা। এ কিতাব যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত, অতঃপর বিশদভাবে বিবৃত প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে।

০২. (এ মর্মে) যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

০৩. আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। তারপর তাঁর কাছে ফিরে যাও, (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দিবেন এবং প্রর্তেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মুতাবিক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর বড় এক দিনের আযাবের ভয় করছি।

০৪. আল্লাহর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল।

০৫. জেনে রাখো, নিশ্চয় তারা তাদের বুক ফিরিয়ে নেয়, যাতে তারা তার থেকে আত্মগোপন করতে পারে। জেনে রাখো, যখন তারা কাপড় আবৃত হয়, তখন তিনি জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী।

০৬. আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল[1]। সবকিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে[2]।

০৭. আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, যাতে তিনি পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলে সর্বোত্তম। আর তুমি যদি বলো, 'মৃত্যুর পর নিশ্চয় তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে', তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে, 'এতো শুধুই স্পষ্ট যাদু'।

০৮. আর যদি আমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের থেকে আযাব বিলম্বিত করি, তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'কোন্ বস্তু তাকে ঠেকিয়ে রাখল'? সাবধান ! যেদিন তাদের উপর তা নেমে আসবে, সেদিন তাদের থেকে তা ফেরানো হবে না এবং তারা যা নিয়ে উপহাস করত, তাদেরকে তা ঘিরে ফেলবে।

০৯. আর যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, অতঃপর তার থেকে তা কেড়ে নিই, নিশ্চয় সে তখন (হয়ে পড়বে) নিরাশ, অকৃতজ্ঞ।

১০. আর দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে নি'আমত আস্বাদন করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, 'আমার থেকে বিপদ-আপদ দূর হয়ে গেছে, আর সে হবে অতি উৎফুল্ল, অহংকারী।

১১. তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

---

[1]. এখানে مستقر বা আবাসস্থল বলতে মাতৃগর্ভে অবস্থান মতান্তরে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ায় অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। আর مستودع দ্বারা কবরস্থ করার স্থান মতান্তরে জন্মের পূর্বে পিতৃমেরুদণ্ডে অবস্থান কিংবা মৃত্যুর সময় বা স্থান বুঝানো হয়েছে।

[2] অর্থাৎ লওহে মাহফুযে।

১২. তাহলে সম্ভবত তুমি তোমার উপর অবতীর্ণ ওহীর কিছু বিষয় ছেড়ে দিবে এবং তোমার বুক সঙ্কুচিত হবে এ কারণে যে, তারা বলে, 'কেন তার উপর ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি, কিংবা তার সাথে ফেরেশতা আসেনি'? তুমি তো শুধু সতর্ককারী আর আল্লাহ সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

১৩. নাকি তারা বলে, 'সে এটা রটনা করেছে'? বল, 'তাহলে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

১৪. অতঃপর তারা যদি তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, এটা আল্লাহর জ্ঞান অনুসারেই নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ্ নেই। অতঃপর তোমরা কি অনুগত হবে?

১৫. যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য্য কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।

১৬. এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করতো, তা সম্পূর্ণ বাতিল।

১৭. যারা তার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনুসরণ করে তাঁর পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী[3] এবং যার পূর্বে রয়েছে মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ, (তারা কি ঐ লোকদের মতো, যারা দুনিয়া ও তার জৌলুস কামনায় বিভোর?) এরাই তার প্রতি ঈমান পোষণ করে। আর যে সকল দল তা অস্বীকার করে, আগুনই হবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে মোটেও সন্দেহের মধ্যে থেকো না, নিশ্চয় তা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

১৮. যারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে, তাদের চেয়ে অধিক যালিম কে? তাদেরকে তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীগণ বলবে, 'এরাই তাদের রবের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছিল'। সাবধান, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

১৯. যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং তাকে বক্র করতে চায়। আর এরাই তো আখিরাত অস্বীকারকারী।

২০. তারা যমীনে (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারত না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না, তাদের জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে। তারা শুনতে সক্ষম ছিল না এবং দেখতেও পেতো না।

২১. এরা তো নিজদেরই ক্ষতি করেছে, আর তারা যা রটিয়ে বেড়াতো, তাদের থেকে তা হারিয়ে গেছে।

২২. নিঃসন্দেহে তারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং বিনীত হয়েছে তাদের রবের প্রতি, তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

২৪. দল দু'টির উপমা হচ্ছে অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের মতো, তুলনায় উভয় দল কি সমান? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২৫. আর অবশ্যই আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার জাতির কাছে (এই বার্তা দিয়ে) যে, 'আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী'।

২৬. 'যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের ভয় করছি'।

---

[3]. সাক্ষী দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কে বুঝানো হয়েছে।

২৭. অতঃপর তার জাতির নেতৃস্থানীয়রা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বললো, 'আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখছি না এবং আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণীর লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে। আর আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করছি'।

২৮. সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি মনে করো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দিয়ে থাকেন, আর তা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, তবে কি আমরা তোমাদের উপর তোমাদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তা চাপিয়ে দিবো'?

২৯. 'আর হে আমার জাতি, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছে। যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয় তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ জাতি'।

৩০. 'হে আমার জাতি, যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আল্লাহর আযাব থেকে কে আমাকে সাহায্য করবে? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'?

৩১. 'আর আমি তোমাদের বলছি না যে, 'আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ আছে' এবং আমি গায়েব জানি না আর আমি এও বলছি না যে, 'আমি ফেরেশতা'। তোমাদের চোখে যারা হীন, তাদের সম্পর্কে আমি বলছি না যে, 'আল্লাহ তাদেরকে কখনো কোনো কল্যাণ দান করবেন না'। তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত। (যদি এরূপ উক্তি করি) তাহলে নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো'।

৩২. তারা বললো, 'হে নূহ, তুমি আমাদের সাথে বিতন্ডা করছো এবং আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিবাদ করেছো। অতএব যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছো, তা আমাদের কাছে নিয়ে আসো, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও'।

৩৩. সে বললো, 'আল্লাহই তো তোমাদের কাছে তা হাজির করবেন, যদি তিনি চান। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না'।

৩৪. 'আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনি তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে'।

৩৫. নাকি তারা বলে, 'সে এটা রচনা করেছে'। বলো, 'যদি আমি তা রচনা করে থাকি, তবে আমার অপরাধ আমার উপরই বর্তাবে এবং তোমরা যে অপরাধ করছো, আমি তা থেকে মুক্ত'।

৩৬. আর নূহের কাছে ওহী পাঠানো হল যে, 'যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া তোমার কওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করে সে জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না'।

৩৭. 'আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহী অনুসারে নৌকা তৈরি করো। আর যারা যুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোনো আবেদন করো না। নিশ্চয় তাদেরকে ডুবানো হবে'।

৩৮. আর সে নৌকা তৈরি করতে লাগল এবং যখনই তার জাতির নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যেতো, তাকে নিয়ে উপহাস করতো। সে বললো, 'যদি তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস করো, তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করবো, যেমন তোমরা উপহাস করছো'।

৩৯. অতএব, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কার উপর সে আযাব আসবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী আযাব।

৪০. অবশেষে যখন আমার আদেশ আসলো এবং চুলা উথলে উঠলো[4], আমি বললাম, 'তুমি তাতে তুলে নাও প্রত্যেক শ্রেণী থেকে জোড়া জোড়া[5] এবং যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তাদের ছাড়া তোমার পরিবারকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর তার সাথে অল্পসংখ্যকই ঈমান এনেছিল।

৪১. আর সে বললো, 'তোমরা এতে আরোহণ করো। এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪২. আর তা পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে চলছিলো এবং নূহ তার পুত্রকে ডাক দিলো, আর সে ছিলো আলাদা স্থানে– 'হে আমার পুত্র, আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফিরদের সাথে থেকো না'।

৪৩. সে বললো, 'অচিরেই আমি একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে'। সে (নূহ) বললো, 'যার প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন সে ছাড়া আজ আল্লাহর আদেশ থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই'। এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে ঢেউ অন্তরায় হয়ে গেলো। অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো ।

৪৪. আর বলা হলো, 'হে যমীন, তুমি তোমার পানি চুষে নাও, আর হে আসমান, বিরত হও'। অতঃপর পানি কমে গেলো এবং (আল্লাহর) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো, আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর উঠলো এবং ঘোষণা করা হলো, 'ধ্বংস যালিম জাতির জন্য'।

৪৫. আর নূহ তার রবকে ডাকলো এবং বললো, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সন্তান আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা নিশ্চয় সত্য। আর আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক'।

৪৬. তিনি বললেন, 'হে নূহ, সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, আমার কাছে তা চেয়ো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও'।

৪৭. সে বললো, 'হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো'।

৪৮. বলা হলো, 'হে নূহ, তোমার ও তোমার সাথে যে উম্মত রয়েছে তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকতসহ অবতরণ করো। আর আরো অনেক উম্মতকে আমি জীবন উপভোগ করতে দিবো, তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব'।

৪৯. এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতোপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার জাতি। সুতরাং তুমি সবর করো। নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।

৫০. আর আদ জাতির কাছে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছিলো, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রটনাকারী'।

৫১. 'হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না'?

৫২. 'হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা করো, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ো না'।

---

4. التنور এর আরেকটি অর্থ হল ভূপৃষ্ঠ। প্লাবন শুরু হওয়ার আগে ভূপৃষ্ঠের সবখান দিয়ে পানি উৎসারিত হতে লাগল।

5. অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একটি নর ও একটি মাদী।

৫৩. তারা বললো, 'হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসোনি, আর তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করবো না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই'।

৫৪. 'আমরা তো কেবল বলছি যে, 'আমাদের কোন কোন উপাস্য তোমাকে অমঙ্গল দ্বারা আক্রান্ত করেছে'। সে বললো, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি আর তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি অবশ্যই তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক করো,

৫৫. আল্লাহ তাকে ছাড়া। সুতরাং তোমরা সকলে একত্রিতভাবে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো তারপর আমাকে অবকাশ দিও না'।

৫৬. 'আমি অবশ্যই তাওয়াক্কুল করেছি আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর, প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী। নিশ্চয় আমার রব সরল পথে আছেন'।

৫৭. 'অতঃপর তোমরা যদি বিমুখ হও, তবে যা নিয়ে আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি তা তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার রব তোমাদেরকে ছাড়া অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার রব সবকিছুর হিফাযতকারী'।

৫৮. আর যখন আমার আদেশ আসল, আমি হূদকে ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা রক্ষা করলাম এবং আমি কঠোর আযাব থেকে তাদেরকে নাজাত দিলাম।

৫৯. এই আদ জাতি, তারা তাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলদের, আর তারা অনুসরণ করেছিল প্রত্যেক উদ্ধত, হঠকারীর নির্দেশ।

৬০. আর এই দুনিয়াতে লা'নত তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কিয়ামত দিবসেও। জেনে রাখো, নিশ্চয় আদ জাতি তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখো, হূদের কওম আদ জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস।

৬১. আর সামূদ জাতির প্রতি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহকে। সে বললো, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আবাদের ব্যবস্থা করেছেন[6]। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা করো। নিশ্চয় আমার রব নিকটে, সাড়াদানকারী'।

৬২. তারা বললো, 'হে সালিহ, তুমি তো ইতোপূর্বে আমাদের মধ্যে ছিলে প্রত্যাশিত। তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছো তাদের ইবাদত করতে আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের ইবাদত করতো? তুমি আমাদেরকে যার দিকে আহ্বান করছো, সে ব্যাপারে নিশ্চয় আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি'।

৬৩. সে বললো, 'হে আমার জাতি, তোমরা কী মনে কর, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন, তাহলে কে আমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে সাহায্য করবে, যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ'।

৬৪. 'আর হে আমার জাতি, এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। তাই তোমরা একে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে (বিচরণ করে) খাবে এবং কোনোরূপ মন্দভাবে তাকে স্পর্শ করো না, তাহলে তোমাদেরকে আশু আযাব পাকড়াও করবে'।

৬৫. অতঃপর তারা তাকে হত্যা করলো। তাই সে বললো, 'তোমরা তিন দিন নিজ নিজ গৃহে আনন্দে কাটাও। এ এমন এক ওয়াদা, যা মিথ্যা হবার নয়'।

---

6 এখানে আবাদের ব্যবস্থা করেছেন বলতে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে অধিবাসী করা অথবা আবাদকারী বানানো কিংবা তাদেরকে দীর্ঘজীবি করা।

৬৬. অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন সালিহ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা নাজাত দিলাম এবং (নাজাত দিলাম) সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় তোমার রব, তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।

৬৭. আর যারা যুলুম করেছিলো, বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করলো, ফলে তারা নিজেদের গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।

৬৮. যেনো তারা সেগুলোতে বসবাসই করেনি। জেনে রাখো, নিশ্চয় সামূদ জাতি তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখো, সামূদ জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস।

৬৯. আর অবশ্যই আমার ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আসলো, তারা বললো, 'সালাম'। সেও বললো, 'সালাম'। বিলম্ব না করে সে একটি ভুনা গো বাছুর নিয়ে আসলো।

৭০. অতঃপর যখন সে দেখতে পেলো, তাদের হাত এর প্রতি পৌঁছছে না, তখন তাদেরকে অস্বাভাবিক মনে করল এবং সে তাদের থেকে ভীতি অনুভব করলো। তারা বললো, 'ভয় করো না, নিশ্চয় আমরা লূতের জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি'।

৭১. আর তার স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল, সে হেসে উঠলো। অতঃপর আমরা তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের ও ইসহাকের পরে ইয়া'কূবের।

৭২. সে বললো, 'হায়, কী আশ্চর্য! আমি সন্তান প্রসব করবো, অথচ আমি বৃদ্ধা, আর এ আমার স্বামী, বৃদ্ধ? এটা তো অবশ্যই এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার'!

৭৩. তারা বললো, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে তুমি আশ্চর্য হচ্ছো? হে নবী পরিবার, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত মর্যাদা সম্পন্ন।

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীম থেকে ভয় দূর হলো এবং তার কাছে সুসংবাদ এলো, তখন সে লূতের কওম সম্পর্কে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল।

৭৫. নিশ্চয় ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, অধিক অনুনয় বিনয়কারী, আল্লাহমুখী।

৭৬. হে ইবরাহীম, তুমি এ থেকে বিরত হও। নিশ্চয় তোমার রবের সিদ্ধান্ত এসে গেছে এবং নিশ্চয় তাদের উপর আসবে আযাব, যা প্রতিহত হবার নয়।

৭৭. আর যখন লূতের কাছে আমার ফেরেশতা আসল, তখন তাদের (আগমনের) কারণে তার অস্বস্তিবোধ হলো এবং তার অন্তর খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেলো। আর সে বললো, 'এ তো কঠিন দিন'।

৭৮. আর তার জাতি তার কাছে ছুটে আসলো এবং ইতোপূর্বে তারা মন্দ কাজ করতো। সে বললো, 'হে আমার জাতি, এরা আমার মেয়ে, তারা তোমাদের জন্য পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো সুবোধ ব্যক্তি নেই'?

৭৯. তারা বললো, 'তুমি অবশ্যই জানো, তোমার মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর আমরা কী চাই, তা তুমি নিশ্চয় জানো'।

৮০. সে বললো, 'তোমাদের প্রতিরোধে যদি আমার কোনা শক্তি থাকতো অথবা আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম'[7]!

৮১. তারা বললো, 'হে লূত, আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা, তারা কখনো তোমার কাছে পৌছতে পারবে না। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার নিয়ে রাতের কোনো এক অংশে রওয়ানা হও, আর তোমাদের কেউ পিছে তাকাবে না। তবে তোমার স্ত্রী (রওয়ানা

---

7 'সুদৃঢ় স্তম্ভ' বলতে শক্তিশালী সৈন্যসামন্ত কিংবা কওম অথবা গোত্র বুঝানো হয়েছে।

হবে না), কেননা তাকে তা-ই আক্রান্ত করবে যা তাদেরকে আক্রান্ত করবে। নিশ্চয় তাদের (আযাবের) নির্ধারিত সময় হচ্ছে সকাল। সকাল কি নিকটে নয়'?

৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেলো, তখন আমি জনপদের উপরকে নিচে উল্টে দিলাম এবং ক্রমাগত পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম,

৮৩. যা চিহ্নিত ছিলো তোমার রবের কাছে। আর তা যালিমদের থেকে দূরে নয়।

৮৪. আর মাদইয়ানে আমরা (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বললো, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মাপ ও ওযন কম করো না; আমি তো তোমাদের প্রাচুর্যশীল দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের ভয় করছি'।

৮৫. 'আর হে আমার জাতি, মাপ ও ওযন পূর্ণ কর ইনসাফের সাথে এবং মানুষকে তাদের পণ্য কম দিও না; আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না,

৮৬. 'আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত লাভ তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মুমিন হও। আর আমি তো তোমাদের হিফাযতকারী নই'।

৮৭. তারা বললো, 'হে শু'আইব, তোমার সালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ প্রদান করে যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত, আমরা তাদের ত্যাগ করি? অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা করি তাও (ত্যাগ করি?) তুমি তো বেশ সহনশীল সুবোধ'!

৮৮. সে বললো, 'হে আমার জাতি, তোমরা কী মনে করো, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন (তাহলে কী করে আমি আমার দায়িত্ব পরিত্যাগ করব)! যে কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তওফীক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই'।

৮৯. 'আর হে আমার জাতি, আমার সাথে বৈরিতা তোমাদেরকে যেন এমন কাজে প্ররোচিত না করে যার ফলে তোমাদের সেরূপ আযাব আসবে যেরূপ এসেছিল নূহের জাতির উপর অথবা হূদের কওমের উপর অথবা সালিহের জাতির উপর। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে দূরে নয়'।

৯০. 'আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার কর অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু, অতীব ভালোবাসা পোষণকারী'।

৯১. তারা বললো, 'হে শু'আইব, তুমি যা বলো, তার অনেক কিছুর মর্ম আমরা বুঝি না। আর তোমাকে তো আমরা আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমার আত্মীয়-স্বজন না থাকতো, তবে আমরা তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করতাম। আর আমাদের উপর তুমি পরাক্রমশালী নও'।

৯২. সে বললো, 'হে আমার জাতি! আমার স্বজনরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান? আর তোমরা তাঁকে একেবারে পেছনে ঠেলে দিলে? তোমরা যা কর, নিশ্চয় আমার রব তা পরিবেষ্টন করে আছেন'।

৯৩. 'আর হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের অবস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার কাছে আসবে সে আযাব যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।

৯৪. আর যখন আমার আদেশ আসলো, তখন শু'আইব ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা নাজাত দিলাম এবং যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে পাকড়াও করল বিকট আওয়াজ। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।

৯৫. যেন তারা সেখানে বসবাসই করেনি। জেনে রাখো, ধ্বংস মাদইয়ানের জন্য, যেরূপ ধ্বংস হয়েছে সামূদ জাতি।

৯৬. আর আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ[৮] ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছি,

৯৭. ফির'আউন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে। অতঃপর তারা ফির'আউনের নির্দেশের অনুসরণ করলো। আর ফির'আউনের কাজ সঠিক ছিলো না।

৯৮. কিয়ামত দিবসে সে তার জাতিরর অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদেরকে আগুনে উপনীত করে দিবে। যেখানে তারা উপনীত হবে সেটা উপনীত হওয়ার কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!

৯৯. আর এখানে (দুনিয়ায়) লা'নত তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কিয়ামত দিবসেও। কি নিকৃষ্ট প্রতিদান, যা তাদের দেয়া হবে।

১০০. এ হচ্ছে জনপদসমূহের কিছু সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তা থেকে কিছু আছে বিদ্যমান এবং কিছু হয়েছে বিলুপ্ত।

১০১. আর আমি তাদের উপর যুলুম করিনি, বরং তারা নিজদের উপর যুলুম করেছে। তারপর যখন তোমার রবের নির্দেশ আসলো তখন আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্যকে তারা ডাকতো, তারা তাদের কোনো উপকার করেনি এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

১০২.আর এরূপই হয় তোমার রবের পাকড়াও যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, কঠোর।

১০৩.নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন তার জন্য যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে। সেটি এমন একটি দিন, যেদিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে এবং সেটি এমন এক দিন, যেদিন সবাই হাযির হবে।

১০৪.আর নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্যই আমি তা বিলম্বিত করছি।

১০৫.যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলবে না। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কেউ দুর্ভাগা, আর কেউ সৌভাগ্যবান।

১০৬.অতঃপর যারা হয়েছে দুর্ভাগা, তারা থাকবে আগুনে। সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ।

১০৭.সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যতদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন থাকবে[৯], অবশ্য তোমার রব যা চান[১০]। নিশ্চয় তোমার রব তা-ই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

১০৮.আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে, তারা জান্নাতে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন থাকবে, অবশ্য তোমার রব যা চান,[১১] অব্যাহত প্রতিদানস্বরূপ।

---

8. এখানে 'আয়াত' বলতে তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা আল্ল- াহর দেয়া বিশেষ নিদর্শনসমূহ বুঝানো হয়েছে।

9 'যতদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন থাকবে'– এ কথা দ্বারা আরবী ভাষায় চিরস্থায়ীত্বের উদাহরণ দেয়া হয়ে থাকে।

10 অর্থাৎ শাস্তিভোগ শেষে জাহান্নাম থেকে যে গুনাহগার মুমিনদেরকে তিনি বের করে জান্নাতে নিতে চান তাদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

11 অর্থাৎ আল- ্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিতে পারেন। তবে তিনি তা করবেন না। কেননা তিনি নিজেই তাদের স্থায়ীত্বের ঘোষণা দিয়েছেন।

১০৯.সুতরাং এরা যাদের উপাসনা করে, তুমি তাদের ব্যাপারে সংশয়ে থেকো না। তারা তো ইবাদাত করে, যেমন ইতোপূর্বে ইবাদাত করত তাদের পিতৃপুরুষগণ। নিশ্চয় আমি তাদের অংশ হ্রাস না করে তাদেরকে পুরোপুরি দিবো।

১১০.আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতবিরোধ করা হয়েছিল। যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকতো[১২], তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেতো। আর নিশ্চয় তারা এ ব্যাপারে ঘোর সন্দেহে রয়েছে।

১১১. আর নিশ্চয় তোমার রব সবাইকে তাদের আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। তারা যা আমল করে, অবশ্যই তিনি সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।

১১২. সুতরাং যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছ সেভাবে তুমি ও তোমার সাথী যারা তাওবা করেছে, সকলে অবিচল থাকো। আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করছো নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

১১৩.আর যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

১১৪.আর তুমি সালাত কায়েম করো দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে[১৩]। নিশ্চয় ভালোকাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।

১১৫. তুমি সবর করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইহসানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

১১৬.অতএব তোমাদের পূর্বের প্রজন্মসমূহের মধ্যে এমন প্রজ্ঞাবান কেন হয়নি, যারা যমীনে ফাসাদ করা থেকে নিষেধ করতো? অল্প সংখ্যক ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। আর যারা যুলুম করেছে, তারা বিলাসিতার পেছনে পড়ে ছিলো এবং তারা ছিলো অপরাধী।

১১৭. আর তোমার রব এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।

১১৮.যদি তোমার রব চাইতেন, তবে সকল মানুষকে এক উম্মতে পরিণত করতেন, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারী রয়ে গেছে,

১১৯.তবে যাদেরকে তোমার রব দয়া করেছেন, তারা ছাড়া। আর এজন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার রবের কথা চূড়ান্ত হয়েছে যে, 'নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ভরে দিবো জিন ও মানুষ দ্বারা একত্রে'।

১২০.আর রাসূলদের এসকল সংবাদ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমি তোমার মনকে স্থির করি আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণ।

১২১. আর যারা ঈমান আনছে না তাদেরকে বলো, 'তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ কর আমিও কাজ করছি।

১২২.এবং তোমরা অপেক্ষা করো আমিও অপেক্ষমান'।

১২৩.আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল কর। আর তোমরা যা কিছু করো সে ব্যাপারে তোমার রব গাফেল নন।

---

12 অর্থাৎ অপরাধীকে শাস্তির ক্ষেত্রে আল-্লাহ তাড়াহুড়া করবেন না, এই সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদেরকে আল্ল- াহ ধ্বংস করে দিতেন।

13 দিনের প্রথম প্রান্তে ফজরের সালাত, দ্বিতীয় প্রান্তে যোহর ও আসরের সালাত আর রাতের প্রথম অংশে মাগরিব ও ইশার সালাত। [তাফসীর ইবন কাসীর, তাইসীরু কারীমির রহমান]।

সূরা ইউসুফ

012-001.mp3
012-002.mp3
012-003.mp3

০১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

০২. নিশ্চয় আমি একে কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

০৩. আমরা তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, এ কুরআন ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে প্রেরণ করেছি মাধ্যমে। যদিও তুমি এর পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

০৪. যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, 'হে আমার পিতা, আমি দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়'।

০৫. সে বললো, 'হে আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু'।

০৬. আর এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। আর তোমার উপর ও ইয়াকূবের পরিবারের উপর তাঁর নি'আমত পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি তা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর, নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

০৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে।

০৮. যখন তারা বলেছিল, 'নিশ্চয় ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একই দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে'।

০৯. 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোনো যমীনে ফেলে আসো, তাহলে তোমাদের পিতার আনুকূল্য কেবল তোমাদের জন্য থাকবে এবং তোমরা সৎ লোক হয়ে যাবে'।

১০. তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, আর যদি কিছু করই, তাহলে তাকে কোনো কূপের গভীরে ফেলে দাও, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে'।

১১. তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা, কী হলো আপনার, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না, অথচ আমরাই তার হিতাকাঙ্ক্ষী'?

১২. 'আপনি আগামী কাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলবে। আর অবশ্যই আমরা তার হিফাযতকারী'।

১৩. সে বললো, 'নিশ্চয় এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি, নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে, যখন তোমরা তার ব্যাপারে গাফিল থাকবে'।

১৪. তারা বললো, 'আমরা একই দলভুক্ত থাকা সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত'।

১৫. অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং তাকে কূপের গভীরে ফেলে দিতে একমত হলো (তখন তারা তাই করল) এবং আমি তার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম এই মর্মে যে, 'অবশ্যই তুমি তাদেরকে (ভবিষ্যতে) তাদের এই কর্ম সম্পর্কে জানাবে, এমতাবস্থায় যে, তারা উপলব্ধি করতে পারবে না'।[১৪]

১৬. আর তারা রাতের প্রথম ভাগে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট আসলো।

১৭. তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা, আমরা প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম আর ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের মালপত্রের নিকট, অতঃপর নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আর আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী হই'।

১৮. আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে বললো, 'বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্য একটি গল্প সাজিয়েছে। সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল'।

১৯. আর একটি যাত্রীদল আসলো এবং তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে প্রেরণ করলো অতঃপর সে তার বালতি ফেললো। সে বলে উঠলো, 'কী সুখবর! এ যে একটি বালক' এবং তারা তাকে পণ্যদ্রব্য হিসেবে গোপন করে ফেললো। আর তারা যা কিছু করছিলো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।

২০. আর তারা তাকে অতি নগণ্য মূল্যে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো এবং তারা তার ব্যাপারে ছিলো অনাগ্রহী।

২১. আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললো, 'এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করো। আশা করা যায়, সে আমাদের উপকার করবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করবো' এবং এভাবেই আমি যমীনে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং যেন আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিই। আল্লাহ নিজ কর্ম সম্পাদনে প্রবল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

২২. আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমরা ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

২৩. আর যে মহিলার ঘরে সে ছিলো, সে তাকে কুপ্ররোচনা দিলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল আর বললো, 'এসো'। সে বললো, আল্লাহর আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয় তিনি আমার মনিব, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমগণ সফল হয় না।

২৪. আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হলো, আর সেও তার প্রতি আসক্ত হতো, যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ[১৫] প্রত্যক্ষ করতো। এভাবেই, যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় সে আমাদের খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

২৫. আর তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো এবং মহিলা পেছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেললো। আর তারা মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেলো। মহিলা বলল, 'যে লোক তোমার পরিবারের সাথে মন্দকর্ম করতে চেয়েছে, তাকে কারাবন্দি করা বা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কী দণ্ড হতে পারে'?

২৬. সে বলল, 'সে-ই আমাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছে'। আর মহিলার পরিবার থেকে এক সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করলো, 'যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তাহলে সে (মহিলা) সত্য বলেছে এবং সে (পুরুষ) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'।

২৭. 'আর তার জামা যদি পেছন থেকে ছেঁড়া হয় তাহলে সে (মহিলা) মিথ্যা বলেছে এবং সে (পুরুষ) হচ্ছে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'।

---

14. অর্থাৎ এ অনুভূতি তাদের থাকবে না যে, তারা এরকম কান্ড ঘটিয়েছিল এবং ইউসুফকে দেখেও ভাই হিসেবে চিনতে পারবে না।

15. برهان অর্থ উজ্জ্বল প্রমাণ এখানে নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে নিদর্শনটি কী ছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তাফসীরে ইবনে কাছীরে এর বিশদ বর্ণনা এসেছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি নিজ পিতা ইয়াকূবের মুখচ্ছবি এবং তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ক ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আযীয মিসরের মুখচ্ছবি দেখেছিলেন। আর কারো কারো মতে সেই বুরহান হচ্ছে আল- ্লাহ প্রদত্ত বিবেকের নির্দেশ।

২৮. অতঃপর যখন সে দেখলো, তার জামা পেছন থেকে ছেঁড়া তখন বললো, ‘নিশ্চয় এটি তোমাদের ষড়যন্ত্র। নিশ্চয় তোমাদের ষড়যন্ত্র তো ভীষণ’।

২৯. ‘ইউসুফ, তুমি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাও, আর (হে নারী) তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তুমিই পাপীদের অন্তর্ভূক্ত’।

৩০. আর নগরীতে মহিলারা বলাবলি করলো, ‘আযীযপত্নী স্বীয় যুবককে কুপ্ররোচনা দিচ্ছে। (যুবকের প্রতি) গভীর প্রেম তাকে আসক্ত করে ফেলেছে, নিশ্চয় আমরা তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি’।

৩১. অতঃপর যখন সে তাদের কূটকৌশলের কথা শুনতে পেলো, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করলো, আর তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি প্রদান করলো এবং ইউসুফকে বললো, ‘তাদের সামনে বেরিয়ে আসো’। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখলো, তখন তাকে বিশাল সৌন্দর্যের অধিকারী মনে করলো এবং তারা নিজদের হাত কেটে ফেললো আর বললো, অদ্ভুত আল্লাহর মহত্ম, এতো মানুষ নয়। এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা’।

৩২. সে বললো, ‘এ–ই সে, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলে। আর আমিই তাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছি; কিন্তু সে বিরত থেকেছে এবং আমি তাকে যা আদেশ করছি সে যদি তা না করে তবে অবশ্যই সে কারারুদ্ধ হবে এবং নিশ্চয় সে অপদস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।

৩৩. সে (ইউসুফ) বললো, ‘হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবো’।

৩৪. অতঃপর তার রব তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৫. তারপর নিদর্শনসমূহ দেখার পরে তাদের কাছে স্পষ্ট হলো, কিছু কাল পর্যন্ত অবশ্যই তারা তাকে কারারুদ্ধ করে রাখবে।

৩৬. আর কারাগারে তার সাথে প্রবেশ করলো দু'জন যুবক। তাদের একজন বললো, ‘আমি স্বপ্নে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি’। আর অপর জন বললো, ‘আমি স্বপ্নে আমাকে দেখেছি যে, আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি তা থেকে পাখি খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা অবহিত করুন। নিশ্চয় আমরা আপনাকে ইহসানকারীদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি’।

৩৭. সে বললো, ‘তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিবো। সেটি এমন জ্ঞান থেকেই বলবো যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় আমি পরিত্যাগ করেছি সে জাতির আদর্শ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী’।

৩৮. আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের আদর্শ। আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয়। এটি আমাদের ও সকল মানুষের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না’।

৩৯. হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ’?

৪০. ‘তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছো, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, ‘তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না’। এটিই সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না’।

৪১. ‘হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন স্বীয় মনিবকে মদপান করাবে। আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে, অতঃপর পাখি তার মাথা থেকে আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চাচ্ছো তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।

৪২. আর তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে ধারণা করল তাকে বললো, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করবে'। কিন্তু শয়তান তাকে স্বীয় মনিবের নিকট উল্লেখ করার বিষয়টি ভুলিয়ে দিলো। ফলে সে কয়েক বছর কারাগারে অবস্থান করলো।

৪৩. আর বাদশাহ বললো, 'আমি স্বপ্নে দেখছি, সাতটি মোটা তাজা গাভী, তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ, তোমরা আমাকে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাও যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকো'।

৪৪. তারা বললো, 'এটি এলোমেলো অলীক স্বপ্ন। আর আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় জ্ঞানী নই'।

৪৫. আর সে দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, সে বললো এবং দীর্ঘ দিন পর তার স্মরণ হলো, 'আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দিচ্ছি, অতএব তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও'।

৪৬. 'হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, আপনি আমাদের ব্যাখ্যা দিন, সাতটি মোটা তাজা গাভী সম্বন্ধে, যাদের খাচ্ছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্পর্কে, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি যেনো তারা জানতে পারে'।

৪৭. সে বললো, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে অতঃপর যে শস্য কেটে ঘরে তুলবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ খাবে সেগুলো ছাড়া সব শীষের মধ্যে রেখে দিবে'।

৪৮. 'তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এর জন্য তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রেখে দিবে এরা (ঐ সময়ের লোকেরা) সেগুলো খেয়ে ফেলবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে'।

৪৯. 'এরপর আসবে এমন এক বছর যাতে মানুষ বৃষ্টি সিক্ত হবে এবং যাতে তারা (ফলের ও যয়তুনের) রস নিংড়াবে'।

৫০. আর বাদশাহ বললো, 'তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আস'। অতঃপর যখন দূত তার কাছে আসলো তখন, সে বললো, তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে সব মহিলা নিজ নিজ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? নিশ্চয় আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত'।

৫১. বাদশাহ বললো, 'তোমরা যখন ইউসুফকে কুপ্ররোচনা দিয়েছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিল'? তারা বলল, 'মহিমা আল্লাহর! আমরা তার ব্যাপারে খারাপ কিছু জানি না'। আযীয পত্নী বললো, 'এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে, আমিই তাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছি। আর নিশ্চয় সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'।

৫২. এটি এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে দেন না।

৫৩. 'আর আমি আমার নাফ্সকে পবিত্র মনে করি না, নিশ্চয় নাফ্স মন্দ কজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, আমার রব যাকে দয়া করেন সে ছাড়া। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৫৪. আর বাদশাহ বললো, 'তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাকে নিজের জন্য মনোনীত করবো'। অতঃপর যখন সে তার সাথে কথা বলল, তখন বললো, 'নিশ্চয় আজ তুমি আমাদের নিকট ক্ষমতাসম্পন্ন ও আস্থাভাজন'।

৫৫. সে বললো, 'আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হিফাযতকারী, সুবিজ্ঞ'।

৫৬. আর এমনিভাবে আমি ইউসুফকে যমীনে কর্তৃত্ব প্রদান করেছি, সে তার যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত দান করি, আর আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

৫৭. আর যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের প্রতিদানই উত্তম।

৫৮. আর ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল। অতঃপর সে তাদেরকে চিনলো, অথচ তারা তাকে চিনতে পারলো না।

৫৯. আর সে যখন তাদেরকে তাদের রসদসামগ্রী প্রস্তুত করে দিলো, তখন বললো, 'তোমরা তোমাদের পিতার পক্ষ হতে তোমাদের এক ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আসো, তোমরা কি দেখো না, আমি পরিমাপে পূর্ণমাত্রায় দিই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ?

৬০. আর যদি তোমরা তাকে নিয়ে না আস, তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন পরিমাপকৃত (রসদ) নেই এবং তোমরা আমার নিকটবর্তীও হয়ো না'।

৬১. তারা বললো, 'তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে রাজি করাবো, আর এটি আমরা করবোই'।

৬২. আর সে তার যুবক কর্মচারীদেরকে বললো, 'তাদের পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে পরিবারের নিকট ফিরে গিয়ে তারা তা চিনতে পারে। আশা করি তারা ফিরে আসবে'।

৬৩. অতঃপর যখন তারা তাদের বাবার কাছে ফিরে আসলো, তখন বললো, 'হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য পরিমাপকৃত রসদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠান, যেনো আমরা পরিমাপ করে রসদ আনতে পারি। আর অবশ্যই আমরা তার হেফাযত করবো'।

৬৪. সে বললো, 'তোমাদেরকে কি আমি তার ব্যাপারে নিরাপদ মনে করবো, যেমন নিরাপদ মনে করেছিলাম ইতোপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে? তবে আল্লাহ উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'।

৬৫. আর যখন তারা তাদের মাল-পত্র খুললো, তখন তারা দেখতে পেলো তাদের পণ্যমূল্য তাদের কাছে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা, আমরা আর কী চাই? এই আমাদের পণ্যমূল্য, তা আমাদেরকে ফেরৎ দেয়া হয়েছে। আর আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসবো, আমাদের ভাইকে হিফাযত করবো এবং আরো এক উট বোঝাই রসদ বেশি আনবো, (বাদশাহ্‌র জন্য) ঐ রসদ (প্রদান) খুবই সহজ'।

৬৬. সে বললো, 'আমি তোমাদের সাথে তাকে কখনো পাঠাবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার প্রদান করো যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে নিয়ে আসবে। তবে তোমরা (শত্রু বা বিপদ দ্বারা) বেষ্টিত হলে ভিন্ন কথা'। অতঃপর যখন তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিলো, তখন সে বললো, 'আমরা যা বলছি সে ব্যাপারে আল্লাহই সাক্ষী'।

৬৭. সে বললো, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবো না। হুকুম একমাত্র আল্লাহরই। তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করছি এবং তাঁরই উপর যেনো সকল তাওয়াক্কুলকারী তাওয়াক্কুল করে'।

৬৮. আর যখন তারা প্রবেশ করলো, যেভাবে তাদের পিতা তাদেরকে আদেশ করেছিল, তা আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে তাদের কোনো উপকারে আসেনি, তবে তা ছিলো ইয়া'কূবের মনের একটি ইচ্ছা, যা সে ব্যক্ত করেছিল। আর সে ছিলো জ্ঞানী, কারণ আমি তাকে শিখিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

৬৯. আর যখন তারা ইউসুফের নিকট প্রবেশ করলো, তখন সে তার ভাইকে নিজের কাছে আনলো এবং বললো, 'আমি তোমার ভাই, কাজেই ইতোপূর্বে তারা যা করত, তাতে তুমি দুঃখ পেয়ো না'।

৭০. অতঃপর সে যখন তাদেরকে তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলো, তখন তার ভাইয়ের মালপত্রে পানপাত্রটি রেখে দিলো। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, 'ওহে কাফেলার লোকজন, নিশ্চয় তোমরা চোর'।

৭১. তারা ওদের দিকে ফিরে বললো, 'তোমরা কী হারিয়েছ'?

৭২. তারা বললো, 'আমরা বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়েছি, যে তা এনে দিবে, তার জন্য রয়েছে এক উট বোঝাই পুরস্কার। আর আমিই এর যামিন'।

৭৩. তারা বললো, 'আল্লাহর কসম, তোমরা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছ, আমরা এ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি, আর আমরা চোর নই'।

৭৪. তারা বললো, 'তাহলে তার শাস্তি কি হবে, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও'?

৭৫. তারা বললো, 'তার শাস্তি হবে, যার মালপত্রের ভিতর ওটি পাওয়া যাবে, সে-ই হবে তার বিনিময়। এভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি'।

৭৬. তারপর সে তার ভাইয়ের পাত্রের পূর্বে তাদের পাত্রগুলো দিয়ে (তল্লাশী) শুরু করলো, তারপর সেটি তার ভাইয়ের পাত্র থেকে বের করলো, এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া বাদশাহ্‌র আইনে সে তার ভাইকে রেখে দিতে পারত না, আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্যাদা উঁচু করে দিই এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে একজন মহাজ্ঞানী।

৭৭. তারা বললো, 'যদি সে চুরি করে থাকে, তবে ইতঃপূর্বে তার এক ভাই চুরি করেছিল'। ইউসুফ বিষয়টি নিজের কাছে গোপন রাখলো, তাদের কাছে প্রকাশ করলো না, সে (মনে মনে) বললো, 'তোমাদের অবস্থান তো নিকৃষ্টতর, তোমরা যা বলছো, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত'।

৭৮. তারা বললো, 'হে আযীয, তার পিতা বড় বৃদ্ধ, আপনি তার স্থলে আমাদের একজনকে নিন, আমরা তো আপনাকে দেখছি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৯. সে বললো, 'যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে পাকড়াও করা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি, এমন করলে আমরা হয়ে যাবো নিশ্চিত যালিম'।

৮০. তারপর যখন তারা তার ব্যাপারে নিরাশ হলো, তখন তারা পরামর্শ করতে একান্তে মিলিত হলো। তাদের বড়জন বললো, 'তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন, আর ইতোপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে যে অন্যায় করেছো? সুতরাং যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দিবেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে ফয়সালা করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এদেশ ছেড়ে যাবো না এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী'।

৮১. 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বলো, হে আমাদের পিতা, আপনার ছেলে তো চুরি করেছে, আর আমরা যা জানি তাঁরই সাক্ষ্য দিয়েছি এবং আমরা গায়েব সংরক্ষণকারী নই'।

৮২. 'আর যে জনপদে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও, আর অবশ্যই আমরা সত্যবাদী'।

৮৩. সে বললো, 'বরং তোমাদের নাফ্‌স তোমাদের জন্য একটি গল্প সাজিয়েছে, সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য। আশা করি, আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন, নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

৮৪. আর তাদের থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, 'ইউসুফের জন্য আফসোস'! আর দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেলো, কিন্তু সে তো সংবরণকারী।

৮৫. তারা বললো, 'আল্লাহর কসম, আপনি তো ইউসুফকে স্মরণ করতেই থাকবেন, যতক্ষণ না আপনি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবেন অথবা ধ্বংস হয়ে যাবেন'।

৮৬. সে বললো, 'আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না'।

৮৭. 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ খবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির জাতি ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'।

৮৮. অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে প্রবেশ করলো, তখন বললো, 'হে আযীয, অভাব-অনটন আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে স্পর্শ করেছে, আর আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব, আমাদেরকে মাপে পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের প্রতিদান দেন'।

৮৯. সে বললো, 'তোমাদের জানা আছে কি, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে'?

৯০. তারা বললো, 'তুমি কি সত্যিই ইউসুফ'? সে বললো, আমি ইউসুফ, আর এ আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না'।

৯১. তারা বললো, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাদের উপর তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরাই ছিলাম অপরাধী'।

৯২. সে বলল, 'আজ তোমাদের উপর কোন ভর্ৎসনা নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু'।

৯৩. 'তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, অতঃপর সেটি আমার পিতার চেহারায় ফেল। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসো'।

৯৪. আর যখন কাফেলা বের হলো, তাদের পিতা বললো, 'নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধবৃদ্ধ মনে না করো'।

৯৫. তারা বললো, 'আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরোন ভ্রান্তিতেই আছেন'।

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা এলো, তখন সে জামাটি তার চেহারায় ফেললো। এতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো, বললো, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না'।

৯৭. তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা, আপনি আমাদের পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা চান। নিশ্চয় আমরা ছিলাম অপরাধী'।

৯৮. সে বললো, 'অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা চাইবো, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৯৯. অতঃপর যখন তারা ইউসুফের নিকট প্রবেশ করলো, তখন সে তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান করে দিলো এবং বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন'।

১০০.আর সে তার পিতা-মাতাকে রাজাসনে উঠালো এবং তারা সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং সে বললো, 'হে আমার পিতা, এই হলো আমার ইতোপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত করেছেন আর তিনি আমার উপর এহসান করেছেন, যখন আমাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন এবং তোমাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার পর। নিশ্চয় আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয় তিনি সম্যক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়'।

১০১.'হে আমার রব, আপনি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন'।

১০২.এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিলো।

১০৩.আর তুমি আগ্রহ করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়।

১০৪.আর তুমি এর উপর তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাও না, এ তো (কুরআন) সমগ্র সৃষ্টির জন্য উপদেশমাত্র।

১০৫.আর আসমানসমূহ ও যমীনে কতো নিদর্শন রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করে চলে যায়, অথচ সেগুলো থেকে তারা বিমুখ।

১০৬.তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, এ অবস্থায় যে তারা (ইবাদতে) শির্‌ক করে।

১০৭.আর তারা কি নিরাপদ বোধ করছে যে, তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সর্বগ্রাসী আযাব আসবে না অথবা হঠাৎ তারা টের না পেতেই কিয়ামত উপস্থিত হবে না?

১০৮.বল, 'এটা আমার পথ। আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।

১০৯.আর আমি তোমার পূর্বে জনপদবাসী থেকে পুরুষদেরকেই কেবল রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের উপর আমি ওহী নাযিল করতাম। তারা কি যমীনে বিচরণ করে না। তাহলে দেখত, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে? আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাসনই উত্তম, তবুও কি তোমরা বুঝো না?

১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ (জাতির ঈমান থেকে) নিরাশ হয়ে গেল এবং তারা[১৬] মনে করল তাদের সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল, অতঃপর আমি যাকে ইচ্ছা নাজাত দিই, আর অপরাধী কওম থেকে আমার শাস্তি ফেরানো হয় না।

১১১. তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, এটা কোনো বানানো গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হিদায়াত ও রহমত ঐ জাতির জন্য যারা ঈমান আনে।

---

16. (ক) এখানে 'তারা' বলতে রাসূলদের অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে। অর্থ হবে- তাদের সাথে সাহায্যের মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে। (খ) অথবা বিরোধীদের বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে– তাদেরকে শাস্তির মিথ্যা ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। (গ) আর যদি 'তারা' বলতে স্বয়ং রাসূলদের বুঝানো হয়, তখন অর্থ হবে– রাসূলগণ ধারণা করেছেন, তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে।

সূরা আর-রা'দ

013-001.mp3
013-002.mp3
013-003.mp3

০১. আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত, আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

০২. আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার।

০৩. আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলি রয়েছে।

০৪. আর যমীনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙ্গুর-বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দিই, এতে নিদর্শন রয়েছে ঐ জাতির জন্য যারা বুঝে।

০৫. আর যদি তুমি আশ্চর্যবোধ করো, তাহলে আশ্চর্যজনক হলো তাদের এ বক্তব্য, 'আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হব'? এরাই তারা, যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, আর ওদের গলায় থাকবে শিকল এবং ওরা অগ্নিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

০৬. আর তারা তোমার কাছে ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করে, অথচ তাদের পূর্বে অনেক (অনুরূপ লোকদের) শাস্তি গত হয়েছে। আর নিশ্চয় তোমার রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের যুলুম সত্ত্বেও এবং নিশ্চয় তোমার রব কঠিন শাস্তিদাতা।

০৭. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, 'তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন নাযিল হয় না কেনো'? তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে হিদায়াতকারী।

০৮. আল্লাহ জানেন যা প্রতিটি নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কমে ও বাড়ে। আর তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

০৯. তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।

১০. তোমাদের মধ্যে কেউ কথা গোপন রাখুক বা প্রকাশ করুক। আর রাতে লুকিয়ে করুক বা দিনে প্রকাশ্যে করুক, সবই তাঁর নিকট সমান।

১১. মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হিফাযত করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই।

১২. তিনিই ভয় ও আশা সঞ্চার করার জন্য তোমাদেরকে বিজলী দেখান এবং তিনি ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।

১৩. আর বজ্র তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে ঝগড়া করতে থাকে। আর তিনি শক্তিতে প্রবল, শাস্তিতে কঠোর।

১৪. সত্যের আহ্বান তাঁরই, আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে সামান্যও সাড়া দিতে পারে না, বরং (তাদের দৃষ্টান্ত) ঐ ব্যক্তির মতো, যে পানির দিকে তার দু'হাত বাড়িয়ে দেয় যেনো তা তার মুখে পৌঁছে অথচ তা তার কাছে পৌঁছবার নয়। আর কাফেরদের ডাক তো শুধু ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়।

১৫. আর আল্লাহর জন্যই আসমানসমূহ ও যমীনের সবকিছু অনুগত ও বাধ্য হয়ে সিজদা করে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের ছায়াগুলোও।

১৬. বলো, 'আসমানসমূহ ও যমীনের রব কে'? বলো, 'আল্লাহ'। তুমি বলো, 'তোমরা কি তাঁকে ছাড়া এমন কিছুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা তাদের নিজেদের কোনো উপকার অথবা অপকারের মালিক না'? বলো, 'অন্ধ ও দৃষ্টিমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহর জন্য এমন কতগুলো শরীক নির্ধারণ করেছে, যেগুলো তাঁর সৃষ্টির তুল্য কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের নিকট সৃষ্টির বিষয়টি এক রকম মনে হয়েছে'? বলো, 'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর'।

১৭. তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এতে উপত্যকাগুলো তাদের পরিমাণ অনুসারে প্লাবিত হয়, ফলে প্লাবন উপরস্থিত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। আর অলংকার ও তৈজসপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে তারা আগুনে যা কিছু উত্তপ্ত করে তাতেও অনুরূপ ফেনা হয়। এমনিভাবে আল্লাহ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দেন। অতঃপর ফেনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়, আর যা মানুষের উপকার করে, তা যমীনে থেকে যায়। এমনিভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করে থাকেন।

১৮. যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, যদি তারা যমীনে যা আছে তার সবকিছু ও এর সমপরিমাণের মালিক হয়ে যায়, তাহলে তারা তা মুক্তিপণস্বরূপ অবশ্যই দিয়ে দিত। তাদের জন্য রয়েছে মন্দ হিসাব এবং তাদের আবাস জাহান্নাম, আর তা নিকৃষ্টতম শয্যাস্থল।

১৯. যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মতো, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

২০. যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

২১. আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তা অটুট রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে, আর মন্দ হিসাবের আশঙ্কা করে।

২২. যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম।

২৩. স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিলো তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে।

২৪. (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের উপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'।

২৫. আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের জন্যই লা'নত আর তাদের জন্যই রয়েছ আখিরাতের মন্দ আবাস।

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযক বাড়িয়ে দেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উৎফুল্লতায় আছে, অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি নগণ্য।

২৭. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, 'তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন কেন নাযিল হয় না'? বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি তাঁর দিকে পথ দেখান'।

২৮. 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'।

২৯. 'যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে স্বাচ্ছন্দ ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল'।

৩০. এমনিভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির নিকট, যার পূর্বে অনেক জাতি গত হয়েছে, যেন আমি তোমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেছি, তা তাদের নিকট তিলাওয়াত করো। অথচ তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বলো, 'তিনি আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন'।

৩১. আর যদি এমন কোনো কুরআন হত, যার দ্বারা পাহাড়সমূহকে চলমান করা যেতো অথবা যমীনকে টুকরো-টুকরো করা যেতো অথবা তার দ্বারা মৃতকে কথা বলানো যেত (তবে সেটা এই কুরআনই হত, আর তারা ঈমান আনতো না)। বরং সব সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। যারা ঈমান এনেছে, তারা কি (ওদের ঈমানের ব্যাপারে) নিরাশ হয়নি এবং তারা জানে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমগ্র মানুষকে হিদায়াত দান করতেন? আর যারা কুফরী করে, তাদের কর্মের দরুন সর্বদা তাদের বিপদ ঘটতে থাকবে অথবা তাদের আবাসের আশপাশে বিপদ আপতিত হতে থাকবে,[17] অবশেষে আসবে আল্লাহর ওয়াদা। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

৩২. আর অবশ্যই তোমার পূর্বে রাসূলদের নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা কুফরী করেছে, আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব, কেমন ছিল আমার আযাব!

৩৩. তবে কি প্রতিটি নাফ্স যা উপার্জন করে যিনি তার দায়িত্বশীল (তিনিই ইবাদাতের অধিক উপযুক্ত, নাকি এই শরীকগুলো?)এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহর সাথে অনেক শরীক সাব্যস্ত করেছে। বলো, 'তোমরা এদের পরিচয় দাও'। নাকি তোমরা তাকে যমীনের এমন কিছু জানাবে যে ব্যাপারে তিনি জানেন না? নাকি তোমরা বাহ্যিক কথা মাত্র জানাচ্ছ? বরং যারা কুফরী করেছে তাদের নিকট তাদের ষড়যন্ত্রকে শোভিত করা হয়েছে এবং তারা সরল পথ হতে বাধা প্রদান করেছে। আর আল্লাহ যাকে পথহারা করেন, তার কোনো হিদায়াতকারী নেই।

৩৪. তাদের জন্যই রয়েছে দুনিয়ার জীবনে আযাব, আর আখিরাতের আযাব তো আরো কঠিন। আল্লাহর আযাব থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই।

৩৫. মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেটির দৃষ্টান্ত এরূপ, তার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তার খাদ্যসামগ্রী ও তার ছায়া সার্বক্ষণিক। যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, এটি তাদের শুভ পরিণাম আর কাফিরদের পরিণাম আগুন।

৩৬. আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তোমার উপর যা নাযিল হয়, তাতে তারা উৎফুল্ল হয়। আর দলগুলোর মধ্যে কেউ কেউ এর কিছু অংশকে অস্বীকার করে। বলো, 'আমাকে কেবল আদেশ দেয়া হয়েছে, যেনো আমি আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে শরীক না করি। আমি তাঁরই দিকে দাওয়াত দিই এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তনস্থল'।

৩৭. আর এভাবেই আমি কুরআনকে বিধানস্বরূপ আরবীতে নাযিল করেছি। তোমার নিকট জ্ঞান পৌছার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমার কোনো অভিভাবক ও রক্ষাকারী নেই।

৩৮. আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। আর কোনো রাসূলের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসবে। প্রতিটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়েছে লিপিবদ্ধ বিধান।

৩৯. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন স্থির রাখেন, আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব।

৪০. আর যে প্রতিশ্রুতি আমি তাদেরকে দিচ্ছি, যদি তার কিছু তোমাকে দেখাই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই (তাতে কিছুই আসে যায় না)। তবে তোমার কর্তব্য কেবল পৌঁছে দেয়া, আর আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া।

---

17. মুসলিম সৈন্যরা তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া, তাদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের হত্যা করা,তাদের ভূখণ্ড মুসলিমদের করায়ত্ব হওয়া ইত্যাদি। (ইবন কাসীর)

৪১. তারা কি দেখে না, আমি যমীনকে চতুর্দিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি। আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৪২. আর তাদের পূর্ববর্তীরাও ষড়যন্ত্র করেছিল, অথচ সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে, তিনি তা জানেন। আর কাফিররা অচিরেই জানবে আখিরাতের শুভপরিণতি কাদের জন্য।

৪৩. আর যারা কুফরী করে, তারা বলে, 'তুমি রাসূল নও'। বল, 'আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট এবং যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে সেও'।

সূরা ইবরাহীম

014-001.mp3
014-002.mp3
014-003.mp3

০১. আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনো, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।

০২. আল্লাহর (পথ), আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই যার মালিকানায় এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাবের দুর্ভোগ।

০৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর ভ্রষ্টতায় রয়েছে।

০৪. আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে বর্ণনা দেয়, সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

০৫. আর আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি যে, 'তুমি তোমার কওমকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আন এবং আল্লাহর দিবসসমূহ[১৮] তাদের স্মরণ করিয়ে দাও'। নিশ্চয় এতে প্রতিটি ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন।

০৬. আর যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে ফির'আউন পরিবারের কবল থেকে রক্ষা করেছেন, তারা তোমাদের জঘন্য আযাব দিতো। আর তারা তোমাদের ছেলেদেরকে যবেহ করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। আর তাতে ছিলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা।

০৭. আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দিবো, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন'।

০৮. আর মূসা বললো, 'যদি তোমরা ও যমীনের সকলে কুফরী করো, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত'।

০৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বের লোকদের সংবাদ পৌছেনি? নূহ, আদ ও সামূদ জাতির এবং যারা তাদের পরের, যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, ফলে তারা ফিরিয়ে দিলো তাদের হাত তাদের মুখে এবং বললো, 'নিশ্চয় তোমাদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, তা আমরা অস্বীকার করলাম। আর তোমরা আমাদের যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছো, সে বিষয়ে আমরা ঘোর সন্দেহে রয়েছি'।

১০. তাদের রাসূলগণ বলেছিল, 'আল্লাহর ব্যাপারেও কি সন্দেহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাতে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেন'। তারা বললো, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, 'তোমরা আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করতো, তা থেকে ফিরাতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসো'।

১১. তাদেরকে তাদের রাসূলগণ বলল, 'আমরা তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর কেবল আল্লাহর উপরই মুমিনদের তাওয়াক্কুল করা উচিত'।

---

18. দিবসসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য ইতঃপূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ।

১২. 'আর আমরা কেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব না, অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের পথসমূহের দিশা দিয়েছেন। আর তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তার উপর অবশ্যই সবর করব। আর আল্লাহর উপরই যেন তাওয়াক্কুলকারীরা তাওয়াক্কুল করে'।

১৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের রাসূলদের বললো, 'আমরা তোমাদেরকে আমাদের ভূ-খণ্ড থেকে অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসবে'। অতঃপর তাদের রব তাদের নিকট ওহী পাঠালেন, ' আমি অবশ্যই যালিমদের ধ্বংস করে দিবো'।

১৪. 'আর নিশ্চয় আমি তাদের পর তোমাদেরকে যমীনে বাস করতে দেব। এটা তার জন্য, যে আমার অবস্থানকে ভয় করে এবং ভয় করে আমার ধমকের'।

১৫. আর তারা বিজয় কামনা করলো, আর ব্যর্থ হল সকল স্বেচ্ছাচারী, হঠকারী।

১৬. এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ থেকে।

১৭. সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান থেকে মৃত্যু ধেঁয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর পরেও রয়েছে কঠিন আযাব ।

১৮. যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের আমলসমূহের দৃষ্টান্ত হলো এমন ছাইয়ের মত, প্রবল ঘুর্ণিঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে যা বহন করে নিয়ে যায়। তারা যা অর্জন করেছে, তার মাধ্যমে কিছুই করতে পারে না। এ তো ঘোরতর বিভ্রান্তি।

১৯. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন এবং অস্তিত্বে আনতে পারেন নতুন সৃষ্টি ।

২০. আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

২১. আর তারা সবাই আল্লাহর সামনে হাজির হবে, অতঃপর যারা অহঙ্কার করেছে দুর্বলরা তাদেরকে বলবে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। সুতরাং তোমরা কি আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় আমাদের কোন উপকারে আসবে'? তারা বলবে, 'যদি আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করতেন, তাহলে আমরাও তোমাদের হিদায়াত করতাম, এখন আমরা অস্থির হই কিংবা সবর করি, উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পালানোর কোনো জায়গা নেই'।

২২. আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোনো আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না, বরং নিজদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব' ।

২৩. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে স্থায়ী হবে। তথায় তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।

২৪. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? কালেমা তাইয়েবা, যা একটি ভালো বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুস্থির আর শাখা-প্রশাখা আকাশে।

২৫. সেটি তার রবের অনুমতিতে সব সময় ফল দান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা দৃষ্টান্ত প্রদান করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৬. আর অপবিত্র বাক্যের উপমা নিকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যাকে মাটির উপর থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোনো স্থিতি নেই।

২৭. আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর আল্লাহ যালিমদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

২৮. তুমি কি তাদেরকে দেখ না, যারা আল্লাহর নিআমতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং তাদের কওমকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে দিয়েছে?

২৯. জাহান্নামে, যাতে তারা দগ্ধ হবে, আর তা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান!

৩০. আর তারা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করে, যেন তারা তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে। বলো, 'তোমরা ভোগ করতে থাকো। কেননা, তোমাদের গন্তব্য তো আগুনের দিকে'।

৩১. আমার বান্দাদের বল, 'যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোনো বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও।

৩২. আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে তা দ্বারা ফল–ফলাদি থেকে তোমাদের জন্য রিযিক উৎপাদন করেন এবং তিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে তা চলাচল করে এবং নদীসমূহকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

৩৩. আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন বিরামহীনভাবে এবং তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।

৩৪. আর তোমরা যা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নি'আমত গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।

৩৫. আর স্মরণ করো 'যখন ইবরাহীম বললো, 'হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন'।

৩৬. 'হে আমার রব, নিশ্চয় এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করেছে, নিশ্চয় সে আমার দলভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৩৭. 'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল–ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে'।

৩৮. হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি জানেন, যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আর কোনো কিছু আল্লাহর নিকট গোপন নেই, না যমীনে না আসমানে।

৩৯. 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ঈসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণকারী'।

৪০. 'হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দো'আ কবূল করুন'।

৪১. 'হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন'।

৪২. আর যালিমরা যা করছে, আল্লাহকে তুমি সে বিষয়ে মোটেই গাফেল মনে করো না, আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন, ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন চোখ পলকহীন তাকিয়ে থাকবে।

৪৩. তারা মাথা তুলে দৌড়াতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি নিজদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য।

৪৪. আর তুমি মানুষদেরকে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর আযাব নেমে আসবে। অতঃপর তখন যারা যুলুম করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করব'। ইতোপূর্বে তোমরা কি কসম করনি যে, তোমাদের কোনো পতন নেই?

৪৫. আর তোমরা বাস করছিলে সেসব লোকদের বাসস্থানে, যারা নিজদের উপর যুলম করত এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছিল আমি তাদের সাথে কিরূপ করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য উপমা বর্ণনা করেছি।

৪৬. আর তারা তাদের ষড়যন্ত্র করেছিল, আর আল্লাহর কাছেই তাদের ষড়যন্ত্র, যদিও তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল যা দ্বারা পাহাড় অপসারিত হয়ে যায়।

৪৭. সুতরাং তুমি কখনো আল্লাহকে তাঁর রাসূলদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৪৮. যেদিন এ যমীন ভিন্ন যমীনে রূপান্তরিত হবে এবং আসমানসমূহও। আর তারা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাযির হবে।

৪৯. আর সে দিন তুমি অপরাধীদের দেখবে তারা শিকলে বাঁধা।

৫০. তাদের পোশাক হবে আলকাতরার[১৯] এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে।

৫১. যাতে আল্লাহ প্রতিদান দেন প্রত্যেক নাফ্‌সকে যা সে অর্জন করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৫২. এটা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল এক ইলাহ, আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

---

19 قطران হচ্ছে এমন আলকাতরা, যাতে দ্রুত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

সূরা আল-হিজ্‌র

015-001.mp3
015-002.mp3
015-003.mp3

০১. আলিফ-লাম-রা; এগুলো হচ্ছে কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ।

০২. যারা কুফরী করেছে, তারা একসময় কামনা করবে যদি তারা মুসলিম হতো!

০৩. তাদেরকে ছেড়ে দাও, আহারে ও ভোগে তারা মত্ত থাকুক এবং আশা তাদেরকে গাফেল করে রাখুক, আর অচিরেই তারা জানতে পারবে।

০৪. আর আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি তার জন্য নির্ধারিত সময় ছাড়া।

০৫. কোনো জাতিই তাদের সুনির্ধারিতসময় থেকে আগে বাড়তে পারে না আর পিছাতেও পারে না।

০৬. আর তারা বললো, 'হে ঐ ব্যক্তি, যার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তুমি তো নিশ্চিত পাগল'।

০৭. 'কেন আমাদের কাছে ফেরেশতা নিয়ে আসছ না, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক'?

০৮. আমি যথাযথ কারণ ছাড়া ফেরেশতাদের নাযিল করি না, আর (নাযিল করলে) তখন তারা অবকাশও পেতো না।

০৯. নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী।

১০. আর আমি তোমার পূর্বে অতীত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।

১১. আর যখনই তাদের নিকট কোনো রাসূল আসত তারা তাকে নিয়ে উপহাস করতো।

১২. এমনিভাবে আমি তা অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চার করি।

১৩. তারা এতে ঈমান আনবে না, আর পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো বিগত হয়েছে।

১৪. আর যদি আমি তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দিতাম, অতঃপর তারা তাতে আরোহণ করতে থাকত,

১৫. তবুও তারা বলত, নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়া হয়েছে, বরং আমরা তো যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

১৬. আর আমি আসমানে স্থাপন করেছি কক্ষপথসমূহ এবং তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি দর্শকদের জন্য।

১৭. আর আমি তাকে সুরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে।

১৮. তবে যে গোপনে শোনে, তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়।

১৯. আর যমীনকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ।

২০. আর তাতে তোমাদের জন্য এবং তোমরা যার রিযিক দাতা নও তাদের জন্য রেখেছি জীবনোপকরণ ।

২১. আর প্রতিটি বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে আমার কাছে এবং আমি তা অবতীর্ণ করি কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণে।

২২. আর আমি বায়ুকে উর্বরকারীরূপে প্রেরণ করি, অতঃপর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই। তবে তোমরা তার সংরক্ষণকারী নও।

২৩. আর নিশ্চয় আমি জীবিত করি ও মৃত্যু দিই এবং আমিই ওয়ারিস।

২৪. আর অবশ্যই আমি জানি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং অবশ্যই জানি পরবর্তীদেরকে।

২৫. আর নিশ্চয় তোমার রব তাদেরকে একত্র করবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী।

২৬. আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে।

২৭. আর ইতোপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।

২৮. আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে'।

২৯. 'অতএব যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিবো, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও'।

৩০. অতঃপর, ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করলো।

৩১. ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করলো।

৩২. তিনি বললেন, 'হে ইবলীস, তোমার কী হলো যে, তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না'?

৩৩. সে বললো, 'আমি তো এমন নই যে, একজন মানুষকে আমি সিজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে'।

৩৪. তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত'।

৩৫. 'আর নিশ্চয় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমার উপর লা'নত'।

৩৬. সে বলল, 'হে আমার রব, তাহলে আমাকে অবকাশ দিন সে দিন পর্যন্ত, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে'।

৩৭. তিনি বললেন, 'তুমি নিশ্চয় অবকাশপ্রাপ্তদের একজন'।

৩৮. 'নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত'।

৩৯. সে বললো, 'হে আমার রব, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই যমীনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করবো এবং নিশ্চয় তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করবো'।

৪০. তাদের মধ্য থেকে আপনার একান্ত বান্দাগণ ছাড়া।

৪১. তিনি বললেন, 'এটা আমার দিকে আনয়নকারী সরল পথ'।

৪২. 'নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, তবে পথভ্রষ্টরা ছাড়া যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে'।

৪৩. 'আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান'।

৪৪. 'তার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজার জন্য রয়েছে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটি অংশ'।

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাত ও ঝর্ণাধারাসমূহে।

৪৬. 'তোমরা তাতে প্রবেশ করো শান্তিতে, নিরাপদ হয়ে'।

৪৭. আর আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ বের করে ফেলবো, তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে আসনে মুখোমুখি বসবে।

৪৮. সেখানে তাদেরকে ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।

৪৯. আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫০. আর আমার আযাবই যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৫১. আর তুমি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের সংবাদ দাও।

৫২. যখন তারা তার নিকট প্রবেশ করলো, অতঃপর বললো, 'সালাম'। সে বললো, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে শঙ্কিত'।

৫৩. তারা বললো, 'তুমি ভীত হয়ো না, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী শিশুর সুসংবাদ দিচ্ছি'।

৫৪. সে বললো, 'তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করেছে ? সুতরাং তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ' ?

৫৫. তারা বললো, 'আমরা তোমাকে যথার্থ সুসংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং তুমি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'।

৫৬. সে বললো, 'পথভ্রষ্টরা ছাড়া, কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়'?

৫৭. সে বললো, 'তবে তোমাদের কী কাজ হে প্রেরিতগণ' ?

৫৮. তারা বললো, 'নিশ্চয় আমরা প্রেরিত হয়েছি অপরাধী কওমের নিকট'।

৫৯. 'লূতের পরিবার ছাড়া, আমরা নিশ্চয় তাদের সবাইকে রক্ষা করব'।

৬০. 'তবে তার স্ত্রী ছাড়া, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, নিশ্চয় সে শাস্তিপ্রাপ্তদের দলভুক্ত'।

৬১. এরপর যখন ফেরেশতাগণ লূতের পরিবারের কাছে আসল,

৬২. সে বললো, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক'।

৬৩. তারা বললো, 'বরং আমরা তোমার কাছে এমন বিষয় নিয়ে এসেছি, যাতে তারা সন্দেহ করতো'।

৬৪. 'আর আমরা তোমার নিকট সত্য নিয়ে এসেছি এবং আমরা অবশ্যই সত্যবাদী'।

৬৫. 'সুতরাং তুমি তোমার পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ো রাতের একাংশে, আর তুমি তাদের পেছনে চলো, আর তোমাদের কেউ পেছনে ফিরে তাকাবে না এবং যেভাবে তোমাদের নির্দেশ করা হয়েছে সেভাবেই চলতে থাকবে'।

৬৬. আর আমি তাকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, নিশ্চয় সকালে এদের শিকড় কেটে ফেলা হবে।

৬৭. আর শহরের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়ে হাযির হলো।

৬৮. সে বললো, 'নিশ্চয় এরা আমার মেহমান, সুতরাং আমাকে অপমানিত করো না'।

৬৯. 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না'।

৭০. তারা বললো, 'আমরা কি জগদ্বাসীর কারো মেহমানদারী করতে তোমাকে নিষেধ করিনি'?

৭১. সে বললো, 'ওরা আমার মেয়ে'[20], যদি তোমরা করতেই চাও (তবে বিবাহের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে কর)।

---

[20] 'আমার মেয়ে' দ্বারা উদ্দেশ্য কওমের মেয়েরা। কারণ, যেকোনো কওমের নবী তাদের পিতাতুল্য।

৭২. তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয় তারা তাদেরকে নেশায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

৭৩. অতএব সূর্যোদয়কালে বিকট আওয়াজ তাদের পেয়ে বসল।

৭৪. অতঃপর আমি তার (নগরীর) উপরকে নিচে উলটে দিলাম এবং তাদের উপর বর্ষণ করলাম পোড়া মাটির পাথর।

৭৫. নিশ্চয় এতে পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনমালা।

৭৬. আর নিশ্চয় তা পথের পাশেই বিদ্যমান[২১]।

৭৭. নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

৭৮. আর নিশ্চয় আইকার[২২] অধিবাসীরা ছিলো যালিম।

৭৯. অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। আর এ (জনপদ) দু'টি উন্মুক্ত রাস্তার পাশেই বিদ্যমান।

৮০. আর অবশ্যই হিজরের অধিবাসীরা [সালেহের (আঃ) কওম] রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছে।

৮১. আর আমি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম, তবে তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে।

৮২. আর তারা পাহাড় কেটে বাড়ি বানাতো নিরাপদে।

৮৩. কিন্তু ভোরে বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করলো।

৮৪. আর তারা যা উপার্জন করতো, তা তাদের কাজে আসলো না।

৮৫. আর আমি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যে যা আছে, তা যথার্থতা ছাড়া সৃষ্টি করিনি এবং নিশ্চয় কিয়ামত আসবে। সুতরাং তুমি সুন্দরভাবে তাদেরকে এড়িয়ে যাও।

৮৬. নিশ্চয় তোমার রবই সৃষ্টিকর্তা, মহাজ্ঞানী।

৮৭. আর আমি তো তোমাকে দিয়েছি পুনঃপুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন।

৮৮. আমি তাদের কিছু শ্রেণীকে যে ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি দু'চোখ প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত করো।

৮৯. আর বলো, 'নিশ্চয় আমিই সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

৯০. যেভাবে আমি নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের (ইয়াহূদী ও নাসারা) উপর,

৯১. যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছিল।[২৩]

---

21 মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রাপথের পাশেই তা বিদ্যমান।

22 الأيكة। বলা হয় ঘন উদ্যানকে। শুআইব (আ:)-এর কওম গহীন বনে বসবাস করত, তাই তাদেরকে أصحاب الأيكة। বলা হয়।

23 'বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছিল, অর্থাৎ কুরআনকে তারা বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত করতে ,যেমনে কউ বলত, এটি যাদু ,কউ বলত, কবিতা, আবারে কউ বলত, গণকদরে গণনা ইত্যা ি।দ

৯২. অতএব তোমার রবের কসম, আমি তাদের সকলকে অবশ্যই জেরা করবো,

৯৩. তারা যা করতো, সে সম্পর্কে।

৯৪. সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার করো এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

৯৫. নিশ্চয় আমি তোমার জন্য উপহাসকারীদের বিপক্ষে যথেষ্ট।

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। অতএব তারা অচিরেই জানতে পারবে।

৯৭. আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়।

৯৮. সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৯৯. আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করো।

সূরা আন-নাহল

016-001.mp3
016-002.mp3
016-003.mp3

০১. আল্লাহর আদেশ এসে গেছে, সুতরাং তার জন্য তাড়াহুড়া করো না। তিনি পবিত্র এবং তারা যা শির্‌ক করে, তা থেকে ঊর্ধ্বে।

০২. তিনি ফেরেশতাদের আপন নির্দেশে ওহী[24] দিয়ে নাযিল করেন তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি; যেনো তোমরা সতর্ক করো যে, আমি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা আমাকে ভয় করো।

০৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথই, তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।

০৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'নুতফা'[25] থেকে, অথচ সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

০৫. আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ করো।

০৬. আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আনো এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও।

০৭. আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছতে সক্ষম হতে না। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াশীল, পরম দয়ালু।

০৮. আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জানো না।

০৯. আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন।

১০. তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে হয় উদ্ভিত, যাতে তোমরা জন্তু চরাও।

১১. তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যাইতুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।

১২. আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চাঁদকে এবং তারকাসমূহও তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন জাতির জন্য যারা বুঝে।

১৩. আর তিনি তোমাদের জন্য যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র রঙের করে, নিশ্চয় তাতেও নিদর্শন রয়েছে এমন জাতির জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

---

24 .রূহ শ‡ব্দর অ ©_ আত¥া, ওহী‡ক রূহ বলা হয় এ কার‡Y† য, ওহীর মাধ¨‡মই মানু‡ষর অন্তর জীবন লাভ ক‡র|

25 .'নুতফা' হ"‡ছ নারী ও পুরুষর† যৌ _বীয ,©যা ভ্রু‡ণ পরিণত হয়|

১৪. আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশ্‌ত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার অলংকারাদি, যা তোমরা পরিধান করো। আর তুমি তাতে নৌযান দেখবে তা পানি চিরে চলছে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।

১৫. আর যমীনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তোমাদের নিয়ে যমীন হেলে না যায় এবং নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।

১৬. আর (দিনের) পথ-নির্দেশক চিহ্নসমূহ, আরা (রাতে) তারকার মাধ্যমে তারা পথ পায়।

১৭. সুতরাং যে সৃষ্টি করে, সে কি তার মতো, যে সৃষ্টি করে না? অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহর নি'আমত গণনা করো, তবে তার ইয়ত্তা পাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯. আর আল্লাহ জানেন তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করো।

২০. আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা কিছু সুষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।

২১. (তারা) মৃত, জীবিত নয় এবং তারা জানে না কখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

২২. তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। অতঃপর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারী।

২৩. নিঃসন্দেহে তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহ জানেন। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

২৪. আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন'? তারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী'।

২৫. এতে করে তারা কিয়ামতের দিনে নিজদের পাপের বোঝা পুরোটাই বহন করবে এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্ট করে। তারা যা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট!

২৬. তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের দালানের ভীতে আঘাত করেছিলেন, ফলে তাদের উপর থেকে তাদের ছাদ ধ্বসে পড়েছিল। আর তাদের উপর আযাব এসেছিল এমনভাবে যে, তারা তা উপলব্দি করতে পারেনি।

২৭. অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার শরীকরা, যাদের ব্যাপারে তোমরা (মুমনিদের) বিরোধীতা করতে'? যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে, 'নিশ্চয় লাঞ্ছনা ও দুর্গতি আজ কাফিরদের উপর।'

২৮. নিজদের উপর যুলুমকারী থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটাবে। অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা কোনো পাপ করতাম না।' হ্যাঁ, নিশ্চয় তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।

২৯. সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ করো, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতএব অবশ্যই অহংকারীদের আবাস অতিনিকৃষ্ট।

৩০. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের বলা হলো, 'তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন'? তারা বললো, 'কল্যাণ'। যারা এই দুনিয়ায় উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর নিশ্চয় আখিরাতের আবাস উত্তম এবং মুত্তাকীদের আবাস কতইনা উত্তম!

৩১. স্থায়ী জান্নাতসমূহ যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। তারা চাইবে, তাদের জন্য তার মধ্যে তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীদের প্রতিদান দেন।

৩২. ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায় উত্তম অবস্থায়, তারা বলে, 'তোমাদের উপর সালাম। জান্নাতে প্রবেশ করো, যে আমল তোমরা করতে তার কারণে।

৩৩. তারা শুধু ফেরেশতা আসার অপেক্ষা করছে অথবা তোমার রবের সিদ্ধান্ত আসার। এমনি করেছিল তারা, যারা তাদের পূর্বে ছিলো। আর আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি, বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।

৩৪. সুতরাং তারা যা করেছে, তার খারাপ পরিণতি তাদেরকে আক্রান্ত করেছে এবং তারা যা নিয়ে উপহাস করত, তা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে।

৩৫. আর যারা শির্ক করেছে, তারা বললো, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া কোনো কিছুর ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না। আর তার বিপরীতে আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না। এমনিই করেছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। সুতরাং স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসূলদের কি কোনো কর্তব্য আছে?

৩৬. আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে।

৩৭. যদিও তুমি তাদের হিদায়াতের ব্যাপারে অতি আগ্রহ দেখাও, তবু নিশ্চয় আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হিদায়াত দেন না এবং তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

৩৮. আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মারা যায়. আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। হ্যাঁ, তার নিজের উপরে করা ওয়াদা তিনি সত্যে রূপ দেবেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

৩৯. যাতে তিনি তাদের জন্য স্পষ্ট করেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করে। আর যারা কুফরী করেছে, যেনো তারা জানতে পারে যে, নিশ্চয় তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

৪০. যখন আমি কোনো কিছুর ইচ্ছা করি, তখন আমার কথা হয় কেবল এই বলা যে, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।

৪১. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর রাস্তায় অত্যাচারিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করবো। আর আখিরাতের প্রতিদান তো বিশাল, যদি তারা জানতো।

৪২. যারা সবর করেছে এবং তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল করেছে।

৪৩. আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো।

৪৪. (তাদের প্রেরণ করেছি) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবসমূহ এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে।

৪৫. যারা মন্দের ষড়যন্ত্র করে তারা কি নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরসহ মাটিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না। অথবা তাদের উপর আসবে না, আযাব এমনভাবে যে, তারা উপলব্দি করবে না?

৪৬. অথবা তিনি তাদের চলাফেরার ভেতর তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? বস্তুত তারা (আল্লাহকে) পরাস্তকারী নয়।

৪৭. কিংবা তিনি তাদেরকে ভীত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয় তোমাদের রব অতিশয় দয়াশীল, পরম দয়ালু।

৪৮. আল্লাহ যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারা কি সে দিকে তাকায়নি, যার ছায়াসমূহ ডানে ও বামে হেলে পড়ে আল্লাহর জন্য সিজাদারত অবস্থায়, আর তারা একান্ত বিনীত?

৪৯. আর আল্লাহকেই সিজদা করে আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যে প্রাণী আছে, আর ফেরেশতারা এবং তারা অহংকার করে না।

৫০. তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়, তারা তা করে।

৫১. আর আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।’

৫২. আর আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে, তা তাঁরই এবং সার্বক্ষণিক আনুগত্য তাঁরই। অতএব তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করবে?

৫৩. আর তোমাদের কাছ যে সব নিআমত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর দুঃখ-দুর্দশা যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা শুধু তাঁর কাছেই ফরিয়াদ করো।

৫৪. তারপর যখন তিনি তোমাদের থেকে দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেন, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল তাদের রবের সাথে শিরক করে।

৫৫. যাতে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা তারা অস্বীকার করতে পারে। অতএব তোমরা ভোগ করো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

৫৬. আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তার একটি অংশ তারা নির্ধারণ করে এমন সত্তার জন্য, যার ব্যাপারে তারা জানে না। আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা যে মিথ্যা রটাচ্ছো সে ব্যাপারে।

৫৭. আর তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্দিষ্ট করে। তিনি পবিত্র এবং নিজেদের জন্য তা (নির্দিষ্ট করে) যা তারা পছন্দ করে।

৫৮. আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত।

৫৯. তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে জাতি থেকে আত্মগোপন করে। আপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতোই না মন্দ!

৬০. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য মন্দ উদাহরণ এবং আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ। আর তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

৬১. আর আল্লাহ যদি মানবজাতিকে তাদের যুলমের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে তাতে (যমীনে) কোনো বিচরণকারী প্রাণীকেই ছাড়তেন না। তবে আল্লাহ তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় চলে আসে, তখন এক মুহূর্তও পেছাতে পারে না এবং আগাতেও পারে না।

৬২. আর তারা যা অপছন্দ করে, তাই তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বিবরণ দেয় যে, নিশ্চয় তাদের জন্য শুভ পরিণাম। সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং নিশ্চয় তারা সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত হবে।

৬৩. আল্লাহর শপথ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছে। তাই আজ সে তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

৬৪. আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি) হিদায়াত ও রহমত সেই জাতির জন্য যারা ঈমান আনে।

৬৫. আর আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর সজীব করেছেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা শুনে।

৬৬. আর নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই, যা খাঁটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর।

৬৭. আর তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক[২৬] ও উত্তম রিযিক গ্রহণ কর। নিশ্চয় এতে এমন জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা বুঝে।

৬৮. আর তোমার রব মৌমাছিকে ইংগিতে জানিয়েছে যে, 'তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও।'

৬৯. অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চলো। তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।

৭০. আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের অনেকে এমনও আছে, যাকে একেবারে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত করা হয়, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরেও সবকিছু অজানা হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৭১. আর আল্লাহ রিয্কি তোমাদের কতককে কতকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন; কিন্তু যাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তারা তাদের রিযিক দাসদাসীদের ফিরিয়ে দেয় না। (এই ভয়ে যে,) তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে তারা কি আল্লাহর নি'আমতকে অস্বীকার করছে?

৭২. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাাদের জোড়া থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতিদের সৃষ্টি করেছেন আর তিনি তোমাদেরকে পবিত্র রিযিক দান করেছেন তারা কি বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নি'আমতকে অস্বীকার করে?

৭৩. আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যারা আসমানসমূহ ও যমীনে তাদের কোনো রিযিকের মালিক নয় এবং হতেও পারবে না।

৭৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য অন্য কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।

৭৫. আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন; একজন অধিনস্ত দাস যেকোনো কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না। আর একজন যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক দিয়েছি, অতঃপর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লা্হর। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

৭৬. আর আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন, দু'জন ব্যক্তি, তাদের একজন বোবা, যে কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না এবং সে তার অভিভাবকের উপর বোঝা। তাকে যেখানেই পাঠানো হয়, কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সে আর ঐ ব্যক্তি কি সমান, যে ন্যায়ের আদেশ করে এবং রয়েছে সরল পথের উপর?

৭৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনে গায়েবী বিষয় আল্লাহরই। আর কিয়ামতের ব্যাপারটি শুধু চোখের পলকের ন্যায়। কিংবা তা আরো নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন, তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও অন্তর। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।

৭৯. তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখে না। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনাবলি রয়েছে সেই জাতির জন্য যারা বিশ্বাস করে।

৮০. আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আবাস করেছেন এবং তোমাদের পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা খুব সহজেই তোমরা সফরকালে ও অবস্থানকালে বহন করতে পার। আর তাদের পশম, তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহসামগ্রী ও ভোগ-উপকরণ (তৈরি করেছেন)।

---

26. ইমাম তাবারী বলেন, আয়াতটি মাদক নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

৮১. আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড় থেকে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর ব্যবস্থা করেছেন পোশাকের, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে এবং বর্মেরও ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে রক্ষা করে তোমাদের যুদ্ধে। এভাবেই তিনি তোমাদের উপর তার নি'আমতকে পূর্ণ করবেন, যাতে তোমরা অনুগত হও।

৮২. সুতরাং যদি তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে, তবে তোমার দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

৮৩. তারা আল্লাহর নি'আমত চিনে, তারপরও তারা তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই কাফির।

৮৪. আর স্মরণ করো, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উত্থিত করবো। তারপর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে (ওযর পেশের) অনুমতি দেয়া হবে না এবং (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করতেও তাদেরকে বলা হবে না।

৮৫. আর যা যুলুম করেছে, তারা যখন আযাব দেখবে, তখন তাদের উপর থেকে তা শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

৮৬. আর যারা শিরক করেছে, তারা যখন তাদের শরীকদের দেখবে, তখন বলবে, হে আমাদের রব, এরা হলো আমাদের শরীক, যাদেরকে আমরা আপনার পরিবর্তে আহ্বান করতাম।' অতঃপর তারা তাদের প্রতি উত্তরে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।'

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য পেশ করবে এবং তারা যে মিথ্যা রটাত, তা উধাও হয়ে যাবে।

৮৮. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা দিয়েছে, আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দিবো। কারণ তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো।

৮৯. আর স্মরণ করো, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে, তাদের থেকেই তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উত্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে হাযির করব। আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৯১. আর তোমরা যখন অঙ্গীকার করো তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। তোমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃত পক্ষে তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছ। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা তোমরা করো।

৯২. আর তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার পাকানো সূতো শক্ত করে পাকানোর পর টুকরো টুকরো করে ফেলে। তোমরা তোমাদের উপর অঙ্গীকারকে নিজদের মধ্যে প্রতারণা হিসেবে গ্রহণ করছ (এই উদ্দেশ্যে) যে, একদল অপর দলের চেয়ে বড় হবে। আল্লাহ তো এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিনে স্পষ্ট করে দিবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।

৯৩. আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তোমাদের সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতেন, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

৯৪. আর তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারগুলোকে তোমাদের প্রতারণা হিসেবে গ্রহণ করো না। তাহলে পা দৃঢ় হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং তোমরা আযাব আস্বাদন করবে। কারণ তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বাধা দিয়েছ। আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব।

৯৫. আর তোমরা স্বল্প মূল্যে আল্লাহর অঙ্গীকার বিক্রি করো না। আল্লাহর কাছে যা আছে, তোমাদের জন্যই তাই উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে যায়। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী। আর যারা সবর করেছে, তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

৯৭. যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

৯৮. সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।

৯৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই।

১০০.তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা তাঁর সাথে শরীক করে।

১০১. আর যখন আমি একটি আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে আরেকটি আয়াত দেই- আল্লাহ ভালো জানেন সে সম্পর্কে, যা তিনি নাযিল করেন- তখন তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা রটনাকারী; রবং তাদের অধিকাংশই জানে না।

১০২.বলো, রুহুল কুদস (জিবরীল) একে তোমার রবের পক্ষ হতে যথাযথভাবে নাযিল করেছেন। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং হিদায়াত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।

১০৩.আর আমি অবশ্যই জানি যে, তারা বলে, তাকে তো শিক্ষা দেয় একজন মানুষ, যার দিকে তারা ঈঙ্গিত করছে, তার ভাষা হচ্ছে অনারবী। অথচ এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।

১০৪.নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রদায়ক আযাব।

১০৫.একমাত্র তারাই মিথ্যা রটায়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী।

১০৬.যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।

১০৭.এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়াত করেন না।

১০৮.এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল।

১০৯.সন্দেহ নেই, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত।

১১০. তারপর তোমার রব তাদের জন্য, যারা বিপর্যস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং সবর করেছে, এ সবের পর তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১১১. (স্মরণ করো সে দিনের কথা) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সে যা আমল করেছে তা পরিপূর্ণরূপে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

১১২. আর আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, একটি জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। সবদিক থেকে তার রিযিক তাতে বিপুলভাবে আসতো। অতঃপর সে (জনপদ) আল্লাহর নিআমত অস্বীকার করলো। তখন তারা যা করতো তার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরালেন।

১১৩.আর অবশ্যই তাদের কাছে, তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছিল। তারপর তারা তাকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আযাব তাদের পাকড়াও করেছিল এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল যুলুমকারী।

১১৪. অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল উত্তম রিয্‌কি দিয়েছেন, তোমরা তা থেকে আহার করো এবং আল্লাহর নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক।

১১৫. তিনি তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত এবং যে জন্তুর যবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে, ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত, (প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে) তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১১৬.আর তোমাদের জিহ্বা যে মিথ্যা বিবৃত করে তার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না।

১১৭. সামান্য ভোগ এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১১৮.আর যারা ইহূদী হয়েছে, তাদের উপরও আমি তাই হারাম করেছি, যা আমি তোমার কাছে ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি এবং আমি তাদের উপর যুলুম করিনি; বরং তারাই তাদের নিজদের উপর যুলম করতো।

১১৯. তারপর নিশ্চয় তোমার রব তাদের জন্য, যারা অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং পরিশুদ্ধ হয়েছে। নিশ্চয় তোমার রব এসবের পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২০.নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত[২৭], আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।

১২১. সে ছিল তাঁর নি'আমতের শুকরকারী। তিনি তাকে বাছাই করেছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

১২২.আর আমি তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছি এবং নিঃসন্দেহে সে আখিরাতে নেককারদের দলভুক্ত।

১২৩.তারপর আমি তোমার প্রতি ওহী পঠিয়েছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ কর, যে ছিলো একনিষ্ঠ এবং ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৪.শনিবার তো তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যারা তাতে মতবিরোধ করেছে। আর নিশ্চয় তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন, যাতে তারা মতভেদ করতো।

১২৫.তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন।

১২৬.আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকু শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা সবর করো, তবে তাই সবরকারীদের জন্য উত্তম।

১২৭.আর তুমি সবর করো। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না।

১২৮.নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।

---

27 তিনি উম্মত বা জাতি ছিলেন, এই অর্থে যে, একটি জাতির মাঝে যে সমস্ত গুণাবলী পাওয়া যায়, ব্যক্তি ইবরাহীমের মাঝেই তা বিদ্যমান ছিল। কারও কারও মতে এর অর্থ 'আদর্শ পুরুষ' 'ইমাম' বা কল্যাণের শিক্ষক।